মানময়ী গার্লস্ স্কুল

ত্র্যঙ্ক নাটক

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শুক্রবার ১১ই পৌষ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বার আনা

ষষ্ঠ সংস্করণ

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী

করকমলেষু

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন এবং আগ্রহে নাটক-খানি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে। তাঁহাকে এবং ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ ও যে শিল্পীরা প্রথম অভিনয় রজনীতে আমার কল্পনার জীবগুলিকে বাস্তব জগতে জীবন্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

'শনিবারের চিঠি'তে নাটকখানি বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম অঙ্ক লেখা হইয়াছিল ভাদ্রে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক সম্পাদক বন্ধু শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের উপদ্রবে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে শেষ করিতে হয়। অতএব দ্রুত রচনার ফলে নাটকের কোন চরিত্র বিকাশে যদি কিছু অসঙ্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্য শনিবারের চিঠির সম্পাদক-চক্র দায়ী, গ্রন্থকার নহেন।

শনিবার, ২৩ পৌষ
১৩৩৯

পাত্রপাত্রীগণ

দামোদর চৌধুরী	...	বাবলাহাটির জমিদার ও মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা
মানময়ী	...	তদীয় পত্নী
চপলা	...	কন্যা
মানস	...	বেকার গ্র্যাজুয়েট
নীহারিকা	...	বেকার নবীনা গ্র্যাজুয়েট
রাজেন্দ্র বাড়রী	...	মোক্তার। মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুলের সেক্রেটারী
হারানিধি	...	মানসের ভৃত্য

মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ, বামী, খট্‌মট্ সিং, বৈকুণ্ঠ সরকার, রাজুর মা,
প্রতিবেশিনী, বালক ও যুবকগণ।

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

ল্যাম্প পোষ্টে একখানি বিজ্ঞাপন আঁটা ; বি, এ পাশ মানসমোহন মুখোপাধ্যায়—
বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর—বিজ্ঞাপনটি তাঁহার নোট বুকে নকল
করিতেছিলেন। দুই একজন কৌতূহলী পথিক ঘাড় উঁচু
করিয়া বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া গেল

মানস। ভরসা নেই। তবু—(টুকিতে লাগিলেন) চোখ বুঁজে ঢিল ছুঁড়ি তো, লাগে লাগ্‌বে—না লাগ্‌লে পাঁচ পয়সা গেল! এর চেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে খতম করাই ছিল ভালো। তবু একটা কিছু পাওয়া যেত। পনেরো কুড়ি যা হয়। গ্র্যাজুয়েট শুন্‌লেই বলে গ্র্যাজুয়েট পুষবার টাকা নেই! থাক্‌বে কি করে? টাকা তো সব নোট হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এত মাইনে এরা দেবে কোত্থেকে? চুরি ক'রে দিক্ ডাকাতি ক'রে দিক্, আমার মাস গেলে পকেটে এলেই হ'ল। প্রথম মাসটা দেখে পর মাস থেকে নতুন নিয়মে পড়াব। একেবারে ভারতীয় পদ্ধতিতে।

বৈকুণ্ঠ সরকারের প্রবেশ

মানস। (নোটবুক দিয়া বিজ্ঞাপনটি আড়াল করিয়া ধরিয়া) কি চান মশাই আপনি?

বৈকুণ্ঠ। খাতা সরাও!

মানস। আপনার কি দরকার বলুন।

বৈকুণ্ঠ। বিজ্ঞাপনটা দরকার।

মানস। ওটা বাতের ওষুধের বিজ্ঞাপন নয়, আপনার কাজে লাগবে না।

বৈকুণ্ঠ। ভাল উৎপাত। খাতা সরাও না, আমাকে আবার তাগাদায় যেতে হবে। কর্ত্তার বুড়োকালে ধেড়ে রোগে ধরেছে—পয়সা বেশী হ'য়েছে কিনা। খাতাটা সরাও না!

মানস। কি পাশ আপনি?

বৈকুণ্ঠ। *সে খোঁজে তোমার কি কাজ হে ছোক্‌রা? সরাও বলছি—* (মানসের নোটবুক টানিয়া সরাইয়া) এইটে সেঁটে দিই তারপর ভাল ক'রে লেখ। (কাগজ আঁটিয়া দিলেন) কাল দিলেন বিজ্ঞাপন আবার আজ পাঠালেন এক চুট্‌কি! এখন সারা সহর ভর চুট্‌কি সেঁটে বেড়াই আর কি! প্রস্থানোদ্যম

মানস। মশাই দাঁড়ান! নমস্কার! আপনার মনিবের স্কুল বুঝি?

বৈকুণ্ঠ। ইস্কুল না বাপের পিণ্ডি। বিয়ে করেছ?

মানস। আজ্ঞে না।

বৈকুণ্ঠ। তবে পিণ্ডি গিল্‌তে পার্‌লে না, ঘরের বাছা ঘরে যাও! প্রস্থান

মানস। ওরে বাবা, তাইতো! সত্যি দেখ্‌ছি স্ত্রী ভাগ্যে ধন। মুখের কাছে এসে ভাতের গ্রাস খস্‌ল। বিয়ে কল্লে'ও নাজেহাল, না কল্লে'ও—তবু টুকে নিই! (নকল করিতে লাগিলেন)

নীহারিকা গাঙ্গুলী—ডায়োসেশনের নবীনা গ্র্যাজুয়েট, ম্লান মুখে হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া প্রবেশ করিলেন।

নীহা। দশটাকার জন্যে রোজ তিন ক্রোশ! আর পারিনে! (মানসের পিছনে আসিয়া) ঘাড়টা একটু সরাবেন!

মানস। (মুখ না ফিরাইয়া) ঘাড়তো এখানে ব'সে থাক্‌বার জন্য আসেনি, একটু পরেই সরবে।

নীহা। ক্ষমা কর্ব্বেন, ওটা কি Wanted ?

মানস। (মুখ ফিরাইয়া) ওঃ, মাফ কর্ব্বেন! আমি ভেবেছিলাম আর কেউ!

নীহা। ওটা কিসের——?

মানস। বিজ্ঞাপন একটা, শুন্‌বেন? Wanted a tutor and tutoress both graduates on Rs 100 and 120 respectively for my newly founded Girls' School.

নীহা। ঠিকানা?

মানস। এই রে সেরেছে! পার্ডন! আপনার স্বামীও কি গ্র্যাজুয়েট? বেকার?

নীহা। কেন, বলুন তো?

মানস। লেজুড় আছে শুনেছেন? দেখুন, must be husband and wife, বাংলা করে বোঝাব?

নীহা। না বুঝেছি, থ্যাঙ্কস্! প্রস্থানোদ্যম

মানস। ঠিকানাটা নিয়ে যান।

নীহা। দরকার নেই। প্রস্থান

মানস। এও বেকার! ব্লাউসের হাতায় আর পায়ের জুতোয় তালি পড়ছে! একটা স্বামী থাক্‌লে—দি আইডিয়া! (উদ্দেশে) দেখুন! দাঁড়ান! শুনেছেন! শুনুন—

নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ

নীহা। কি হ'য়েছে?

মানস। দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, মনে কিছু করবেন না তো?

নীহা। আমার সময় নেই, ন'টায় ছাত্রী আছে।

মানস। অল্প কথায়—দুটো। আপনি গ্র্যাজুয়েট ?

নীহা। ডায়োসেশন থেকে—

মানস। যেখান থেকেই হোক। একটা কথা বল্‌তে চাই। একটা কথা বল্‌ব, কোনও মৎলব আছে ভাববেন না। আমিও গ্র্যাজুয়েট এবং গরীব—তবে ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পার্টনারসিপে—

নীহা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) ন'টা প্রায় বাজে।

মানস। ন'টা দশটা যা ইচ্ছে বেজে যাক্। আমার কথা মত চল্‌লে আর টুইসনি কর্ত্তে হবে না। আর কেউ জানবে না, আমি আর আপনি ! আর আপনার বুড়ো বাপ মা ইচ্ছে করলে—

নীহা। বাপ মা নেই।

মানস। সে আরো ভাল। শুনুন, বলব ?

নীহা। বলুন।

মানস। দেখুন, (কাশি) দেখুন (কাশি) যদি আপত্তি না থাকে—দেখুন—দু'জনে (থামিয়া) বল্‌ব ? ভাববেন না কিছু ?

নীহা। কি বল্‌বেন, বলুন না !

মানস। সাহস হচ্ছে না। তবু—তা হ'লে শুনুন—আইডিয়াটা দেখুন একবার ! আচ্ছা আগে জিজ্ঞাসা করি—এ চাকুরী হ'লে আপনার সুবিধে হয় ?

নীহা। তামাসা কর্ব্বার জন্য ডাক্‌লেন ?

মানস। মোটেই না। আপনার অবস্থা বুঝেছি, আমার অবস্থাও বুঝ্‌বেন। যদি দু'জনে পার্টনারসিপে—

নীহা। পার্টনারসিপে !

মানস। আরও স্পষ্ট ক'রে বলি তাহ'লে। এই ধরুন—বলব ?

নীহা। বলুন না দেরী হচ্ছে—

মানস। ধরুন চাকরীর খাতিরে আমি যেন আপনার স্বামী—রাগ কর্ব্বেন না—পেটের দায়ে বল্‌ছি—আপনি স্ত্রী—এই রকম একটা অভিনয় করা যায় না? সেটা—

নীহা। রাস্কেল!

মানস। যা খুসী বল্‌তে পারেন কিন্তু সদর রাস্তা না হ'লে আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌তে পার্ত্তাম—

নীহারিকা বিনাবাক্যে প্রস্থান করিলেন

কিছু না থাক্, রিষ্টওয়াচটা তো আছে—চল্‌বে হপ্তাখানেক। কিন্তু বুঝে দেখবেন—আইডিয়াটা! ফেল্‌বার নয়। এই যে বুঝেছেন তাহ'লে?

নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ

নীহা। না, সেজন্যে আসিনি। আপনাকে অন্যায় বলে ফেলেছি ক্ষমা কর্ব্বেন! আর (একখানি কাগজের টুকরা দিয়া) ঠিকানা এই রৈল। দরকার হ'লে বাড়ীতে খবর কর্ব্বেন। ঘণ্টাখানেক পরে এই পথেই ফিরব আবার! নমস্কার!

প্রস্থান

মানস। নাঃ সেজন্যে আসেন নি! সেক্সপীয়ার পড়ে' হজম কল্লাম আর এই ছলনালয়ী নারীজাতিকে চিনিনে? কিন্তু আইডিয়া—বাস্তবিক কি চমৎকার আইডিয়া! ঠিক মনে হচ্ছে লেগে যাবে! আর কারো চোখে পড়বার আগেই—(বিজ্ঞাপন ছিঁড়িয়া) এখন সবগুলো গ্যাসপোষ্ট খুঁজতে হবে। সহরময় সেঁটেছে বোধ হয়! তাঁর কাছেও আবার যেতে হবে! (কাগজখানি দেখিয়া) একেবারে হোলী বাইবেল! সেণ্টমেরিস হোষ্টেল, চার্চ্চ রোড! হোক্—কিছুতেই অরুচি নেই! নাম ঠিক আছে —নীহারিকা সাজাহানন্নেচ্ছা যে হয়নি—তাই বাপের ভাগ্যি। নাঃ!

ঘণ্টাখানেক ধ'রে আশপাশের গ্যাসপোষ্টগুলো দেখে নিই—এখানেই দেখা হবে, কে যাবে আবার দেড় ক্রোশ হেঁটে চার্চ্চ রোডে! ততক্ষণ বরং দরখাস্তটা টাইপ ক'রে রাখলে মন্দ হয় না—দেখি।

প্রস্থান

চিংড়ীদীঘি পঙ্কোদ্ধার সমিতির সাহায্য কল্পে কয়েকজন বালক ও
যুবকের খোল, করতাল ও হার্মোনিয়ম সহযোগে
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

কানের কাছে যে গুন্ গুন্ করে পরম শত্রু জানিও তায়।
তাহারি কামড়ে প্রতি বৎসরে দশ লাখ মরে হায়রে হায়॥
এনোফেলিসের বিষে জর্জ্জর,
কাঁদে হাট মাঠ, কাঁদে বাড়ী ঘর!
বাঁশবন আর এঁদো পুকুরেতে ডেরা বেঁধে তারা বাড়িছে হায়॥
চিংড়ীদিঘির শুকায়েছে জল,
সেথা মশকেরা করে কোলাহল;
তোমাদের কাছে চিংড়ী গাঁয়ের দীন অধিবাসী ভিক্ষা চায়॥
কর বারিদান—বাঁচাও পরাণ নয় যাবে প্রাণ ম্যালেরিয়ায়॥

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

যষ্টি হস্তে হারানিধির প্রবেশ

হারা। এরা বেশ ফেঁদেছে! নতুন ধরণে! আর এ পুরোনো ব্যবসা পোষায় না! সব বেটা চালাক ব'নে গেছে। দেবে তো একটা আধলা, তার আবার সাতপুরুষের খবর! কেন বাবা? দিবি দে, মুখ বুজে দে, না দিবি কে বাবা তোর সিন্ধুক ভাঙতে যাচ্ছে! কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ! তারপর আবার পাহারাওয়ালা বাবার খৈনির চাঁদা, জমাদার ঠাকুরদ্দার সেলাম, বাড়ীওয়ালী গুরুঠাকরুণের বখরা!—সব দিয়ে থুয়ে টাকা পিছু বাঁচে তিন আনা। তার নিজেই বা কি খাই—পটলিকেই কি দিই?

তিনি আবার বাপের বাড়ী থেকে ভয় দেখাচ্ছেন নথ না দিলে ভেক নিয়ে বষ্টুমী হবেন! হ'গে না বষ্টুমী—যে রূপ—লোকে ভিক্ষে দেবে, না, নাথি দেবে! ভিক্ষে করা কি সোজা কথা রে মণি! এই ত্যাখ না—অন্ধ নাচার হ'য়ে হাত পেতেছি, অমনি তো ঝড়াক্‌সে এক সিকি! বৌনিটা একবেলা হ'য়েছে ভালই! (সিকিতে চুমা দিতে গিয়া) ওরে বাবা! একেবারে সীসের! গরীব অন্ধনাচারকে ঠকিয়ে গেলে বাবা, পরকালে ভাল হবে না। ঐ যে আসছে একজন। (অন্ধের মত লাঠি ভর দিয়া গান) ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে—অন্ধ নাচার বাবা—এক পয়সা।

মানসের প্রবেশ

মানস। বেড়ে কারবার ফেঁদেছ তো বাপধন!

হারা। অন্ধ নাচার বাবা!

মানস। বাবা তুমি যদি অন্ধ হও তবে আমি এই শ্যামবাজার থেকে হেঁটে আসছি—আমিও খঞ্জ।

হারা। অন্ধ নাচার—

মানস। অন্ধ নাচার! এই না কি একটা নাকের ডগায় নিয়ে উল্টে দেখছিলে মাণিক!

হারা। দেখে ফেলেছে! দেখিনি বাবা শুঁকছিলাম।

মানস। কি শুঁকছিলে ধন? যাক্ তুমি অন্ধের পার্ট মন্দ কর না, চাকরী কর্ব্বে?

হারা। কাণা মানুষ।

মানস। বটে! "পদ্মআঁখি খোল তো বাপধন—দিনকাণা কি রাতকাণা একবার পরখ করি। চাকুরী কর্ব্বে?

হারা। কি কাজ বাবা?

মানস। এখন যেমন কাণা সেজেছ, তেমনি বোকা সেজে থাক্‌তে হবে।

হারা। আমার বাপের নামই ছিল বক্কেশ্বর, সে আমি খুব পার্ব্ব।

মানস। তবে এই ঠিকানা নাও—গিয়ে দেখা কর্ব্বে বিকেলবেলা। (কাগজ দিয়া) আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

হারা। মাইনে ?

মানস। তখন ঠিক হবে।

প্রস্থান

হারা। দেখি না ব্যাপারটা, না পোষায় হাবড়া পুলের ধারে উড়ে ঠাকুর হয়ে বস্‌ব। পাঁচসিকের ফুলের মালা কিন্‌লে রোজ বারো গণ্ডা মারে কে ?

প্রস্থান

কৃষ্ণবর্ণ সাহেব মিঃ ফার্ণাণ্ডেজের সহিত নীহারিকার প্রবেশ

নীহা। সে হয়না মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ !

ফার্ণা। না হয় টাকা ফেল ! সাত দিন হোষ্টেলে হেঁটে হেঁটে আজ পথে তোমাকে ধরেছি, সহজে ছাড়বোনা !

নীহা। বল্‌ছি তো আগষ্টে দিয়ে দেব, দয়া ক'রে কটা দিন অপেক্ষা করুন !

ফার্ণা। আর চল্‌বে না ! ডিসেম্বরে টাকা নিয়েছ, কথা ছিল পরীক্ষার পর দেবে ! পরীক্ষা গেল, পাশও হ'লে ; এখন বল্‌ছ' আগষ্ট ! তখন যদি ফিজ্‌টা ধার না দিতুম—পরীক্ষা দিতে কি ক'রে !

নীহা। আগষ্টে দেব, আপনি ঠিক্ জানবেন।

ফার্ণা। আগষ্টে না দাও, ইউ বিকাম মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ কিংবা সিভিল জেল !

নীহা। মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ !

ফার্ণা। নো—ও—ও—ও! নো—এক্‌স্‌পস্‌চুলেশান্! যা ব'লেছি তাই কর্ব্ব! উঃ। তোমার জন্যে কি সাফারিংটাই সাফার কল্লাম আজ তিন বছর! মিসেস ডোরোথী কাদম্বিনী বিশোয়াসের অফার রিজেক্ট করেছি, মিসেস ছমিরণ আলেকজাণ্ডারের দিকে ফিরেও তাকাইনি। তোমাকে খুসী কর্ব্বার জন্যে এই বয়সে গান শিখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছি—তুমি বলেছিলে গান ভালবাস। জবরদস্ত খাঁ কাবুলীর কাছ থেকে টাকায় চৌদ্দ পয়সা সুদ দিয়ে লোন নিয়ে পিয়ানো হায়ার কোরেছি—আর সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘরে দোর দিয়ে ডো, রে, মি, ফা, সো লা, টি, ডো করেছি। বেচারাম ডিক্রুজের কাছ থেকে তিনদিনের জন্যে তার বাইসিকেল চেয়ে এনে বন্ধক দিয়ে তোমার ফিসের টাকা দিয়েছি—এখন সে পথ দিয়ে যেতে পারিনি—আর ইউ ক্রুয়েল হার্টলেশ ষ্টোন লাইক ওম্যান্ তুমি আমাকে—আমাকে—

নীহা। আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ!

ফার্ণা। ক্ষমা নেই। ফার্ণাণ্ডেজের ডিক্সনারীতে ক্ষমা বলে কোনও কথাই নেই। তুমি আমার সমস্ত লাইফ হোপ ফেথ হ্যাপিনেশ যা কিছু ক্রুসিফাই করেছ। টাকা দেবে, নৈলে যা বলেছি হয় সিভিল অর মিলিটারী জেল, নয় বুঝেছ—আই স্যাল হ্যাভ ইউ।

ফার্ণাণ্ডেজের প্রস্থান

নীহা। কি অপমান! কি ভুলই করেছি! মাঝে শুধু একটি মাস সময়! কি করি? এর চেয়ে সে ভদ্রলোকের কথা শুন্‌লেই ভালো ছিল! অন্ততঃ লোকটা যে ভদ্র তাতে সন্দেহ নেই, আর আইডিয়াটাও ছিল চমৎকার! বুদ্ধি খুব! ঠিকানাটা চেয়ে নিলে ভালই কর্ত্তুম দেখছি—এ চাকুরী হ'লে অন্ততঃ একমাস খেটেই ফার্ণাণ্ডেজের হাত থেকে বাঁচতুম তারপর—

মানসের প্রবেশ

মানস। নমস্কার, মিস্ গাঙ্গুলী।

নীহা। এই যে! নমস্কার মিষ্টার।

মানস। মুখার্জ্জী। মানসমোহন মুখোপাধ্যায়।

নীহা। (স্বগত) বেশী গরজ দেখানো ঠিক নয়! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আপনার আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না।

মানস। মনকে সব সময় বিশ্বাস কর্ত্তে নেই মিস্ গাঙ্গুলী!

নীহা। আপনিও আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনিনে, এ অবস্থায়—

মানস। আমি আপনাকে একবার দেখেই চিনেছি। আমাকে না চিনলেও আমি ভদ্রলোক এ কথা মানেন তো?

নীহা। মানি—কিন্তু তবু—দেখুন রাগ কর্ব্বেন না, জীবনে অনেক দাগা পেয়ে—

মানস। আমার কাছ থেকে পাবেন না। দেখবেন গুড্ কণ্ডাক্ট সার্টিফিকেট? (পকেটে হাত দিলেন)

নীহা। না থাক! তবু সঙ্কোচ হয়—কাজটা নীচ অত্যন্ত—

মানস। সত্যিকার মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ হবার চেয়ে মিথ্যে মিসেস্ মুখার্জ্জী হওয়া নীচ কাজ ভাবছেন?

নীহা। (চমকিত হইয়া) আপনি জানলেন কি ক'রে?

মানস। বাঁদরটা যখন শাসাচ্ছিল তখন আমি ওই শিরীষ গাছটার আড়ালে—

নীহা। তাহ'লে তো সবই শুনেছেন। সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে—ইচ্ছা না থাকলেও আমি অন্ততঃ একমাসের জন্যেও—আপনার—আপনার—

মানস। বুঝেছি! ব'লে আর লজ্জা দেবেন না। তবে প্রকৃতপক্ষে স্বামী হবেন আপনিই—কারণ আপনারই মাইনে হবে বেশী—একশো বিশ।

নীহা। তাহ'লে দরখাস্ত দিন, আমি সই দেব। কিন্তু—কিন্তু কি বল্‌তে চাচ্ছি বুঝলেন?

মানস। বুঝছি। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। এই চার্চ্চের সম্মুখে শপথ কর্চ্ছি—

নীহা। চার্চ্চ মানেন?

মানস। সব মানি। হিষ্ট্রির পরীক্ষার দিন গীর্জ্জা দর্গা আর কালী-বাড়ী সকলের কাছেই পাঁচ পয়সা মানৎ করেছিলাম। একশো সাতাশ মার্কের উত্তর লিখে পাশ করেছি। একটা—হয় গীর্জ্জা, নয় দর্গা, নয় কালীবাড়ী নিশ্চয় জাগ্রত, নৈলে পাশ কিছুতেই হতাম না।

নীহা। আপনাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার কর্চ্ছি, দেখবেন—

মানস। ওই কর্‌ রিস্ চার্চ্চ! প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি—কাগজে কলমে এবং চাকুরী বজায় রাখবার জন্য যতটুকু স্বামী হবার দরকার ততটুকু ছাড়া আমি—

নীহা। আর বল্‌বেন না, লজ্জা পাব। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।

মানস। তবে এই নিন দরখাস্ত, একেবারে টাইপ শেষ।

নীহা। একেবারে রেডী হ'য়ে এসেছেন, দেখছি!

মানস। নশ্বর মানব জন্ম মিস্ গাঙ্গুলী! একটা দিন যাচ্ছে—আর আয়ু এক ডিগ্রী করে নীচে নাম্‌ছে! দেরী করা বোকামী। সই দিন।

নীহা। আপনি?

মানস। লেডীজ ফার্ষ্ট!—মুখার্জ্জী—(নীহারিকা হাসিয়া সহি করিলেন)

মানস। তৈরী হয়ে থাক্‌বেন, এ গুলি লাগবেই—একেবারে নির্ঘাত বুলেট!

প্রস্থান

নীহা। ছিঃ। ছিঃ! কি কল্লুম! (চারিদিক চাহিয়া) না, চলে গেছেন। লোভের মাথায়—ছিঃ! ছিঃ! ঠিকানাটাও চেয়ে নিইনি যে নিষেধ কর্ব্ব! (একটু ভাবিয়া) যাক্‌গে যা হ'বার হযে গেছে—একমাস বৈ ত' নয়! প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দামোদর চৌধুরীর বাড়ীর দরদালান

মানময়ী দেবী. তিনজন প্রতিবেশিনী, বামী ও চপলা প্রবেশ করিলেন।
তাঁহাদের পিছনে প্রথম একদল বালিকা স্লেট্ এবং ধারাপাত বগলে
মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ও তৎপর একদল কিশোরী
ছাত্রী বই হাতে প্রবেশ করিল

মান। আজ তোমার মেয়েদের কিসের খেলা?

১ মা প্র। কাপড় কাচা খেলা।

মান। আচ্ছা বল। আজ এখানেই ক্লাশ হবে, স্কুলবাড়ী চুণকাম হচ্ছে। বসি আগে একটু (সকলে বসিলেন) এইবার বল—

প্রথম দল বালিকা—সমস্বরে ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে

প্রথমেতে ঠাণ্ডাজলে ভিজায়ে রাখিবে।
তারপর পাৎলা ক'রে সাবান মাখিবে!

মান। স্বদেশী সাবান কিন্তু—

বালিকা। তারপরে রোদ্দুরেতে ফেলিয়া রাখিবে।
সাবান শুকায়ে গেলে তুলিয়া আনিবে।
তারপরে কোঁচায়ে নিয়ে পাটে আছড়াইবে।
পাট না থাকিলে একখানা পিঁড়ি পেতে দিবে।
তারপর টিপিয়া জল বাহির করিবে।
তারপর বাড়ির উপর শুকাইতে দিবে।

মান। বেশ! পশমী কাপড় হ'লে ?

বালিকা। পশমী কাপড় হ'লে সাবান না দিবে
করিয়া রীঠার জল তাতে ডুবাইবে।

মান। এরা বেশ শিখেছে। তারপর তোমার মেয়েরা, রাজুর মা ?

চপলা। আজ আমাদের রান্নার খেলা—আমাদের আঁশের আর ওদের (কয়েকজনকে দেখাইয়া) নিরামিষ।

মানময়ী। আচ্ছা আগে নিরামিষ-রা এসো।

তিনটি কিশোরী—অঙ্গভঙ্গী সহকারে

গান

জগতে জন্মে যত তরকারী তার মাঝে সেরা ওল।
মাটির তলায় গজায় তাহারা কেহবা লম্বা কেহবা গোল
বঁটি পেতে নিয়ে কাট ছাট ক'রে
সাবধান! হাতে রস নাহি ধরে—
রস লেগেছে কি অমনি মরেছ হাত ফুলে হবে ঢোল।

মানময়ী। হাতে তেল মাখাতে বলনি যে রাজুর মা ?

২য় প্র। ঘরে তেল না থাকে যদি—

মানময়ী। তা হ'লে তো রান্নাই হবে না। যাক্ বল বাছা—

কিশোরী। পাথর বাটিতে ভাল জল নিয়ে কুটিয়া থুইবে তাতে,
চাকা চাকা ক'রে কাটিয়া লইবে যদি দিতে হয় ভাতে।
ডালনা রাঁধিতে কড়াই চাপাও,
তাতিয়া উঠিলে তেল ছেড়ে দাও—
সম্বরা দিও কালজিরা আর দুটো তেজপাতা সাথে।
ঘৃত দারুচিনি দিয়া ফুটাইলে হবে পরিপাটি ঝোল।

মান। নারকেল বাটা দিতে বলনি যে রাজুর মা ?

বামী। যে মাগ্গি, কাল কিন্তে গেনু একজোড়া—বলে দু' আনা।

মান। তুই চুপ্ কর বামী। নারকেল বাটা—

চপলা। আমি যে নারকেল ভালবাসিনে মা।

মান। তবে থাক! ঘেমে যে নেয়ে উঠ্‌লাম, হাওয়া দে। (বামী পাখা লইল) এবার মাছ রান্না—এস তোমরা।

চপলা ও জনকয়েক কিশোরীর অঙ্গভঙ্গী সহকারে

গান

চিতল মাছে মেথির গুঁড়ো ইলিশ মাছে আদা
তুমিও দিও না—দিও না।
জীরে ছাড়া চিংড়ি আর সর্ষে ছাড়া চাঁদা
তুমি খেও না—খেও না।
কপি দিয়ে রুইয়ের মাথা রাঁধতে যদি যাও
হাতার মাথায় একটুখানি লঙ্কাবাটা নাও
ধ'নে নিও, মৌরি নিও—এলাচ বাটা যেন
তুমি নিও না, নিও না!

মান। বেশ!

বামী। বেশ কিগা! তুটো পুঁই ডগা দিতে বল্লে না?

মান। তুই থাম্ বামী! ঐযে উনি আস্‌ছেন—চাদর দিয়ে দে মাথায়।

চপলা। কেন মা মাথায় চাদর দেবে? বাবা তো বাবা হ'য়ে আসছে না, প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে আসছে।

মান। আমাকে শেখাচ্ছিস?

দামোদরবাবু ও তৎপশ্চাৎ এক গাদা চিঠি লইয়া রাজেন্দ্র বাড়রী প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

দামো। স্কুল শেষ হয়েছে?

মান। এই হোল।

দামো। তবে সব বাড়ী যাও। মাষ্টার আর মাষ্টারণীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দু' পাঁচ দিনেই—

মান। এলেই বাঁচি।

দামো। হুঁ! চেষ্টা কর্চ্ছি! বদনের ইস্কুলে ওরা মাইনে দিচ্ছে পঞ্চাশ আর পঞ্চান্ন। আর তোমার ইস্কুলের জন্য দেব একশ আর একশ বিশ। বাজার এমন চড়িয়ে দেব যে এক মানময়ী ইস্কুল ছাড়া আর কেউ মাষ্টার রাখ্‌তে পার্ব্বে না। কি বল রাজু?

রাজেন। যথার্থ।

মান। মাষ্টার মাষ্টারণী এলে এঁদের সব—(প্রতিবেশিনীদের দেখাইয়া)

দামো। ভর্ত্তি ক'রে দেব। তুমিও পড়্‌বে। বিত্তের তো বয়স নেই। আর তা ছাড়া গোড়ায় পাকিয়ে না দিলে শেষে সব গরমিল হ'য়ে যাবে।

চপলা। দেখ্‌ব মা! তুমি আগে পাশ কর, কি আমি পাশ করি!

রাজেন। (স্বগতঃ) কি তেজস্বিনী নারী!

মান। গ্যাখ্! আমি তোকে পেটে ধরেছি। আমার সঙ্গে—

দামো। আচ্ছা যাও যাও! সব বাড়ী যাও! আমাদের আপিসের কাজ আছে।

দামোদর ও রাজেন্দ্র ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিলেন

দামো। গ্যাখো রাজু, তোমার মোক্তারী বুদ্ধি আমি বুঝিনে। স্বামী-স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট কি পাওয়া যাবে?

রাজেন। অঢেল, অঢেল! যথার্থ আজকাল পথে ঘাটে ফিমেল আর মেল গ্র্যাজুয়েট ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় ধর্ম্মতলা দিয়ে যাবেন, দুই ফুটপাত ভর্ত্তি গ্র্যাজুয়েট। যত গাড়ী চাপা পড়্‌ছে সব যথার্থ গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েটের কি অভাব আছে?

দামো। তবে দরখাস্ত আসছে না কেন?

রাজেন। এই দেখুন না চিঠির বাণ্ডিল। সবইতো দরখাস্ত।

দামো। গ্র্যাজুয়েট স্বামী-স্ত্রীর দরখাস্ত কৈ? মাঝ থেকে এক ফ্যাকড়া বের ক'রে চার পাঁচ দিন দেরী ক'রে দিলে! এ দিকে বদনের ইস্কুল মেয়েতে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। গ্র্যাজুয়েট না পেলে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে পাচ্ছিনে। কাল দেখি বদন সরকার তার ইস্কুল এণ্ট্রান্স কর্ব্বার জন্য দরখাস্তে তার পাড়ার লোকের সই নিচ্ছে। তার মেয়েটা বি, এ পাশ করেছে কিনা, বুকের ছাতি বেড়েছে—আমার চপলাকে যদি—

রাজেন। যথার্থ! তার পেছনে ভালো ক'রে লেগে থাকলে তিন বচ্ছরে ডবল বি, এ হ'য়ে যাবে। একথা আমি সমস্বরে বলতে পারি।

দামো। বুঝ্‌লাম তো! কিন্তু গ্র্যাজুয়েট না পেলে যে হচ্ছে না!

রাজেন। আমার প্র্যাকটিশ না কর্ত্তে হ'লে—

দামো। তুমি পার্ব্বে না, গ্র্যাজুয়েট ছাড়া হবে না। এতদিন তিনচার গণ্ডা গ্র্যাজুয়েট আমদানী হ'ত—তোমার খেয়াল হ'ল স্বামী-স্ত্রী!

রাজেন। যুবতী নারীরা পড়্‌বেন কি না—

দামো। যুবতী নারীরা যুবক মাষ্টারের কাছে বেশী মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। বুড়ো মাষ্টারকে তো কেয়ারই কর্ব্বে না।

রাজেন। সে তো যথার্থ! কিন্তু একটা স্ত্রী সঙ্গে থাকলে মাষ্টারের কি জানেন—

দামো। ভালো ছেলে হ'লে সেটা তো এখানেও—না হয় দু' হাজার খরচই কর্ত্তাম। গাঁয়ে তো সুশ্রী মেয়ের কমতি নেই।

রাজেন। (স্বগত) ওখানেই তো গোল।

দামো। চুপ ক'রে রইলে যে! আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে! বদন সরকার নাকি বাস্ করেছে দু'খানা! যত মেয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ইস্কুল

ভর্ত্তি কর্চ্ছে! স্বামী-স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট হেঁকেই তুমি ডোবালে আমাকে ও-কি মিলবে?

রাজেন্দ্র। যথার্থ মিলবে।

দামো। হুঁ! মিলবে, যখন বদন সরকারের ইস্কুল হবে কলেজ, তার আগে নয়।

খট্‌মট্ সিং প্রবেশ করিল

দামো। কেয়া?

খট্‌মট্। চিট্‌ঠি হুজুর, সেগরটোরী বাবুকা।

রাজেন চিঠি লইলেন—খট্‌মট্ সিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

দামো। কিসের চিঠি?

রাজেন। (স্বগত) বয়স আমার চেয়েও কম তবে স্ত্রী আছে, সাহস পাবে না।

দামো। চিঠি কিসের?

রাজেন। দরখাস্ত। (স্বগত) যদি স্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে—

দামো। কি মুস্কিল, কার দরখাস্ত?

রাজেন। গ্র্যাজুয়েট স্বামী-স্ত্রীর দরখাস্ত—

দামো। এঁ্যা কৈ-দেখি (চিঠি লইয়া) এখুনি জবাব লেখ—এখুনি—

রাজেন। বয়স বড় কম দেখছি।

দামো। ইস্কুলটা ডোবাবে রাজু। বয়স কম! আমি চাই গ্র্যাজুয়েট—বয়স চাইনে। জবাব লেখ এখুনি!

রাজেন। ভাল করে দেখুন আগে!

দামো। দেখেছি। না জবাব নয় একেবারে তার করে দাও—লেখ প্রেসিডেণ্ট ভেরী গ্ল্যাড, কাম অন্। কাম টু-ডে!

রাজেন। কাল—

দামো। এখুনি, এখুনি আজই আন্‌তে হবে—বিকেলের গাড়ীতে এসে পড়বে। আবার হয়তো বদনের ইস্কুল টেনে নেবে। তার ক'রে দাও। না, সেই সঙ্গে টেলিগ্রামে গাড়ীভাড়াও পাঠিয়ে দাও—কি জানি যদি টাকা পয়সা না থাকে। যে দুর্ব্বৎসর—

রাজেন। সে তো যথার্থ! বলুন, কিন্তু—

দামো। আবার কিন্তু, তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে দেখছি রাজু, এক্কেবারে ডোবাবে! উভয়ের প্রস্থান

মানময়ীর প্রবেশ

মান। কৈ, উনি কোথায় গেলেন? আমি আর পারব না কিন্তু। দুপুরবেলা পা' ছড়িয়ে একটু বসতে পাইনে—ইস্কুল, ইস্কুল! কি সব ছোটলোকের মত রেষারেষি! আচ্ছা, করেছে না হয় বদন সরকার ইস্কুল,—তোমাকে রাখেনি? বেশ! ঘরে এসে বসে, খাও দাও, কাজ কর্ম্ম ছাখো—ফুরিয়ে গেল। একি! দিন নেই, রাত নেই ইস্কুল! ইস্কুল! পয়সা যাচ্ছে যাক্‌গে, কিন্তু দেহটা যে আধখানা করে ফেল্‌লেন!

চপলার প্রবেশ

চপলা। মা ডাক্‌ছিলে?

মান। না।

চপলা। মুখ গোঁজ ক'রে আছ যে মা! আজ বুঝি তোমার সেলায়ের ক্লাশ?

মান। বিড় বিড় করিস্‌নে চপল! ভাল লাগছে না বল্‌ছি।

চপলা। ভাল লাগছে না, ছুটি নাও—প্রেসিডেণ্ট তো ঘরের লোক।

মান। যা মুখে আসে তাই বলছিস্ চপল?

চপলা। বাঃ তুমিই তো বাবাকে বল ঘঁরের লোক! এই তোমাকে খেতে বল্লুম, তুমি বল্লে ঘরের লোক্‌টা খায়নি।

মান। যা আমি বল্‌ব, তুইও তাই বল্‌বি! হতভাগী!

চপলা। বক্‌ছ! বেশ বাবাকে বলে দিচ্ছি— প্রস্থান

মান। উনিই মেয়ের মাথাটা খেলেন! ষাট ষাট! বালাই! মাথা খাবেন কেন? নষ্ট কল্লেন মেয়েটাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে—তারপর ওই রাজু ছোঁড়াটা! কিছু যদি বলেছি মেয়েকে, অমনি মুখ কালো ক'রে বলে, মাসিমা কিছু বল্‌বেন না! বল্‌ব না! একশ' বার বল্‌ব! কাল তরকারী কুটতে হাতখানা দুটুক্‌রো ক'রে ফেল্‌লে। বাতে ভয়ে আমার ঘুম হোল না—আজ মাথাটা টন্‌টন্‌ কচ্ছে! বামীকে বল্লাম একটু তেল দিয়ে দিতে, সে যে সেই পুকুরে দাঁত মাজতে গেল, গেল তো গেলই। বুঝি কানাইয়ের মা'র সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে। জ্বলে মলাম এদের জন্যে!

রাজেন্দ্র বাড়রীর প্রবেশ

রাজেন্দ্র। চপ—কর্ত্তা কোথায় মাসীমা?

মান। দেখছিনে তো, কোথায় বা গেছেন।

রাজেন্দ্র। মাষ্টারের জন্যে যথার্থ ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে নেই তো?

মান। জানিনে, নায়েববাবুকে জিজ্ঞেস কর দেখি।

রাজেন্দ্র। ওঁর এক কি যথার্থ খাতিক হ'য়েছে—গ্র্যাজুয়েট মাষ্টার মাষ্টারণী নৈলে—

মান। সে কথা তো ঠিকই রাজু। মানী লোক, তাঁর কেমন লাগছে বল দেখি। ঠাকুরের অন্ন খেয়ে মানুষ খোদন সরকার, তারই ছেলে বদন সরকার দুটো পেঁয়াজ-বেচা পয়সার দেমাকে ওঁকে বলে কিনা, ওসব ইস্কুল

চালানো গেঁয়ো লোকের কর্ম্ম নয়! উনি যা কচ্ছেন ভালই কচ্ছেন, ঠাকুরের ছেলের মতই কাজ কচ্ছেন। ঠাকুর একবার বদরতলার হাটে গিয়েছিলেন,—একটা কাৎলা-মাছের দর বলেছিলেন সাত সিকে। ন' সিকে দিয়ে সেই মাছ বদরতলার জমিদারবাবুর ছোট ছেলে তুলে নিয়ে গেল। পরদিনই ঠাকুর এসে বাবলাহাটির হাট বসালেন—সে পনেরো ষোল বছরের কথা—চপল তখনও হয়নি। সে কি ধূমধাম! ছেলে যদি বাপের মত না হয় তবে তার না জম্মানোই ভাল।

রাজেন। যথার্থ। সেই জন্যে আমিও তো মামলা মোকর্দ্দমা ছেড়ে ইস্কুল নিয়ে লেগে পড়েছি। দেখি—

মান। হ্যাঁ তোমরা দশজনে দ্যাখো বাবু, বুড়োর মান যাতে থাকে। বিয়ের সময় আশীর্ব্বাদী যা পেয়েছিলাম সব সিন্ধুকে তোলা আছে। তাই দিয়ে আমি তিন মহলা ইস্কুলবাড়ী ক'রে দেব। ওঁর বড় মুখ যেন ছোট না হয়।

রাজেন। যথার্থ দেখব মাসিমা, আমার কজীর রক্ত দিয়েও যদি—

মান। তাই কর বাছা তাই কর।

তেলের বাটী লইয়া বামীর প্রবেশ

এত দেরী হ'ল কেন বামী? আমাকে তোরা দশজনে পাগল না ক'রে ছাড়বিনি?

বামী। দুটো পান্তা খেয়ে নিলুম, আমাকে আবার বঁটি কাটারী নিয়ে তো ইস্কুলে ছুটতে হবে। আজ আবার আমার কচুর শাক রাঁধার পড়া আছে।

মান। তাই তো, দে তবে তাড়াতাড়ি একটু মাখিয়ে দে—

বামীর সহিত প্রস্থান

চপলার প্রবেশ

চপলা। রাজু দা! মা চ'লে গেছে?

রাজেন। চপল!

চপলা। হ্যাঁ, আমি।

রাজেন। মাসিমাকে খুঁজছ?

চপলা। বল্লুম তো—

রাজেন। ভাল ক'রে শুনিনি, আচ্ছা বল্‌ছি।

চপলা। মা চ'লে গেছে কিনা এইটুকু তো বল্‌বেন, তার জন্যে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখছেন কেন?

রাজেন। যথার্থ। কিন্তু বড় মনোযন্ত্রণা দিলে চপল!

চপলা। যন্ত্রণা আমি দিলুম কি করে? যাক্‌গে—আপনার সঙ্গে দেখা হোলেই কেবল আপনার যন্ত্রণা হয়, আর কথাই কইব না।

রাজেন। তা বল্‌ছিনে, তা বল্‌ছিনে চপল। তুমি দাঁড়াও আর যথার্থ যন্ত্রণা বলব না। একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও। কি জিজ্ঞেস কর্চ্ছিলে?

চপলা। বাঃ রে! ঐ তো বল্লুম, মা কি চ'লে গেছে?

রাজেন। কোথায়?

চপলা। যমের বাড়ী! পারিনে মিছিমিছি কথা কইতে—(প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া) হ্যাঁ রাজু দা, গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে?

রাজেন। উঃ! গ্র্যাজুয়েট না হ'যে সমস্ত জীবন জর্জ্জরিত হ'য়ে গেল!

চপলা। বললেন না? আপনার কাছে জিজ্ঞেস কল্লে কোন কথার জবাব পাইনে। শুধু 'দাঁড়াও', 'শোন', 'একটুখানি'—

রাজেন। এইবার যথার্থ বল্‌ছি। গ্র্যাজুয়েট মানে এণ্টেন্স পাশ ক'রে ভয়ে মোক্তারী পরীক্ষা না দিয়ে বরাবর এল-এ আর বি-এ পাশ ক'রে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—তারাই গ্র্যাজুয়েট।

চপলা। রাস্তায় ঘোরে কেন ?

রাজেন। পয়সা কড়ি না থাক্‌লে যথার্থ আর কি করবে ?

চপলা। তবে বাবা গ্র্যাজুয়েট আন্‌ছেন কেন ?

রাজেন। কেন ? কেন ? কেন তা' বলব'খন।

চপলা। একটা কথাও সোজা ক'রে বল্‌তে পারেন না। ঐ জন্যেই তো ভাল লাগে না আমার! প্রস্থান

রাজেন। উঃ গ্র্যাজুয়েট না হ'লে জীবনে যথার্থ শান্তি নেই! গ্র্যাজুয়েট হ'লে কি কথা ছিল আজ! ইয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে বল্‌তে পার্‌তাম, চপলাকে আমি চাই—

দামোদর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন

দামো। ও কি কচ্ছ রাজু!

রাজেন। (চমকিত হইয়া) একটু ব্রিদিং একসারসাইস করছিলাম—

দামো। ওসব এখন থাক্! স্থির হ'য়ে বোস। টেলিগ্রাম পেয়েছি —আসছেন! ইষ্টিশানে গাড়ী পাঠিয়েছি—তাঁরা এলেন ব'লে। আচ্ছা ইষ্টিশান কতদূর হবে রাজু ?

রাজেন। প্রায় চার মাইল।

দামো। কখনও নয়! দু' মাইল! দু' মাইলের বেশী তো নয়ই। লোক্যালে আস্‌বে তার করেছে। লোক্যাল তো চারটেয় এসে গিয়েছে— আসবার সময় হ'ল। হুঁ, ওই যে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি। স্থির হ'য়ে বোস। খুব সম্‌জে উত্তর দেবে। আবার ইস্কুল ভাল নয় ব'লে পালিয়ে না যায়!

রাজেন। আপনি কেন যথার্থ ও-রকম ভয় কচ্ছেন ?

দামো। সাবধানের বিনাশ নেই। (খট্‌মট্ সিং প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল) আয়া ?

খট্। জী হুজুর আয়া।

দামো। কাঁহা?

খট্। গাড়ী মে বৈঠা হ্যায।

দামো। ভদ্রতা জান্তা নেই—চল, হামরা সাথ। প্রস্থানোদ্যম

রাজেন। আপনি কেন যাচ্ছেন, যথার্থ, আপনি প্রেসিডেণ্ট!

দামো। প্রেসিডেণ্টের বুঝি ভদ্রলোক হ'তে নেই? তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে রাজু! খট্মট্ সিং সহ প্রস্থান

রাজেন। আমি তো ইস্কুল ডোবাব না যথার্থ, এই ইস্কুলই আমাকে ডোবাবে। কি কর্ব্ব? যতদিন চপলা পড়বে ততদিন সেক্রেটারী থাকবই। তারপর যা হয় হবে।

আগে দামোদর চৌধুরী তৎপশ্চাৎ নীহারিকা সর্ব্বপশ্চাতে
মানস প্রবেশ করিলেন

দামো। এই যে রাজু! এঁরা এলেন। ইনি হচ্ছেন আমাদের সেক্রেটারী—বাবু—

রাজেন। রাজেন্দ্রলাল বাড়রী, মুকটিয়ার ইন্ দি কোর্ট অফ হিজ অনার দি সাব্ ডিভিশনাল অফিসার অফ বন্দরতলা—রেভিনিউ পাশ।

মানস। নমস্কার!

দামো। বসুন আপনারা! আপনি বসুন না, লক্ষ্মী—! আচ্ছা রাজু তুমি যাও তো এঁদের চাকরটা আছে দাঁড়িয়ে—তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার নদীর ধারের বাগানবাড়ীটাতে জিনিসপত্তর—এঁদের সব—বুঝলে? (নীহারিকার প্রতি) আপনি একটুখানি বসুন। আপনি—চলুন ইস্কুলটা দেখিয়ে আনি একবার! মানসের সহিত প্রস্থান

রাজেন। (স্বগত) চপলার মত অত ফর্সা নয়। কিন্তু চোখ দুটো—

নীহা। (স্বগত) কি মানুষরে বাপু! কট্ মট্ ক'রে চাইছে—

রাজেন। (স্বগত) ঘাড়ের উপর খোঁপাটা যথার্থ ছুলছে কি চমৎকার!

নীহা। (স্বগত) ভালো জ্বালাতো দেখছি! ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে কি আবার। (প্রকাশ্যে) আপনি সেক্রেটারী বুঝি?

রাজেন। যথার্থ। নমস্কার!

নীহা। কতদিনের স্কুল?

রাজেন। ইচ্ছে অনেকদিনেরই ছিল, যথার্থ খোলা হ'য়েছে দু'মাস।

নীহা। মেয়ে ক'টি?

রাজেন। একত্রিশ, তবে দয়া ক'রে থাকেন যদি, তবে দু'মাসে একষট্টি হ'বার আশা আছে। চারপাশের গ্রামের লোক শুধু—ঐ ওঁরা আস্‌ছেন—আমি চল্লাম তাহ'লে আপনাদের বাড়ীটা যথার্থ পরিষ্কার ক'রে দিইগে।

দ্রুত প্রস্থান

দামোদর চৌধুরী ও মানসের প্রবেশ

মানস। সেইদিন থেকে বুঝি?

দামো। হ্যাঁ। সেই থেকে বদনের ইস্কুলের কমিটির কাজে ইস্তফা দিলাম। বাড়ীতে ফিরে এসেই গিন্নির নামে কর্ল্লাম ইস্কুল। বদনও দেখাদেখি—তার মা বিন্দুবাসিনীর নাম পাল্‌টে দিয়ে তার স্ত্রী ক্ষীরোদাসুন্দরীর নামে ইস্কুল কর্ল্লে। শুন্‌ছি সেটা জোর চল্‌ছে! চলুক, ক'দিন চলে দেখি! এই জন্যেই তোমাকে—আপনাকে আনা—

মানস। আপনি আমাকে 'তুমি'ই বল্‌বেন, আমার দাদামশায়ের নামও ছিল দামোদর।

দামো। বটে! বটে! গিন্নী বলেন এ নাম নাকি পচা, সেকেলে—কেউ রাখে না। এখন আসুন, শুনে যান!

মানস। হ্যাঁ, তারপর?

দামো। তারপর এই ইস্কুল আর কি? শুন্‌লাম বদন একটা গ্র্যাজুয়েট রেখেছে। আমি আন্‌লাম একজোড়া! হেঁ! হেঁ! একেবার লক্ষ্মীনারায়ণ!

নীহারিকা মুখ ফিরাইলেন

মানময়ীর প্রবেশ

মান। ওগো শুনছ—ওমা!

প্রস্থানোদ্যম

দামো। আরে যাচ্ছ কোথায় গিন্নী! একজোড়া গ্র্যাজুয়েট—টাট্‌কা তাজা কর্ত্তা-গিন্নি গ্র্যাজুয়েট—এই তোমার মাষ্টার-মাষ্টারণী! আরে যেও না লজ্জা নেই। সম্পর্ক শুদ্ধ পাতানো হ'য়েছে—নাতী-ঠাকুর্দ্দা। নাৎ-বৌএর সঙ্গে একটু আলাপ কর।

নীহারিকা হাঁচিলেন

মান। খোকা-খুকুরা আসে নি?

নীহারিকা রুমালে চোখ মুছিলেন

মান। আহা! ভগবান রাখেননি বুঝি!

মানস। না, কেবল সেদিন—

নীহা। ছিঃ! ছিঃ!

দামো। ছিঃ ছিঃ! কেন ভাই! আমাদের যখন বিয়ে হ'ল—আমার বয়স বারো আর ওঁর সাত—আমাকে দেখলেই গলা জড়িয়ে ধর্‌তেন।

মান। কি যে বল—লজ্জা কচ্ছে না!

দামো। চুরিও করিনি ডাকাতিও করিনি যে লজ্জা কর্ব্বে। এদের দেখে পুরানো কথা আরো বেশী করে মনে পড়ছে গিন্নী! এরা এখন তোমাদের ইস্কুলের বরাতে টিঁকে থাকে তবে তো হয়।

মানস। আপনার ইস্কুলের জন্য আমরা প্রাণপণ কর্ব্ব—

মান। কর্ত্তার বড় মুখ যেন ছোট না হয় দেখো ভাই! ওঁর বড় সাধের ইস্কুল। বড় দাগা পেয়ে—

দামো। আর বোলো না গিন্নী! তোমার মুখে ও-কথাগুলো শুন্‌লেই আমার চোখে জল আসে। তুমি বরং বোন্‌টিকে সঙ্গে ক'রে ওঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাও। ওঁদের আবার সংসার পাততে হবে।

নীহারিকা মুখ ফিরাইলেন

মান। তুমি মুখ ফেরালে কেন? লজ্জা কচ্ছে বুঝি? লেখাপড়া শিখলে লজ্জা-সরম এম্‌নি হয়—দেখাও তোমার মেয়েকে ডেকে! এসো বোন্ (চিবুক ধরিয়া) একি? তোমার চোখে জল কেন?

মানস। (স্বগত) এইরে ছিচকাঁদুনি সেরেছে! (প্রকাশ্যে) ওর চোখের কি জানেন একটা ব্যামো আছে! মাঝে মাঝে জল আসে, সেই সঙ্গে নাকের ডগাও কুঁচ্‌কে যায়।

দামো। বেশী প'ড়ে প'ড়ে হ'য়েছে আর কি! ভয় নেই আমি সহর থেকে ডাক্তার এনে দেখাব। দু'দিনে সেরে যাঁবে।

মান। যত্ন আত্তি কর্ব্বার লোক নেই তাই। সধবা মানুষ, কপালটা একেবারে খাঁ খাঁ কচ্ছে। একটা সিঁন্দূর ফোঁটা কেউ দিয়ে ছায়নি, হায়রে কপাল! ওলো বামী! ও বামী!

নীহা। আমার মাথাটা বড় টন্ টন্ কচ্ছে। স্নান করব এখন।

মান। আচ্ছা এসো তবে—

মানস। না! না! আপনার কষ্ট কর্ব্বার দরকার নেই। আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দামো। ছাখো গিন্নী! দেখছ—

মান। তুমি দেখে শেখো! সেদিন খাজনা আদায় কর্ত্তে গিয়ে পনেরো দিন কাটিয়ে এলে—তোমারই শেখা দরকার।

প্রস্থান

দামো। কি পনেরো দিন! মিছে কথা বোলো না! দাঁড়াও! দাঁড়াও, পনেরো দিন বল্লে যে? ন' দিন নয়? চালাকী!

মানময়ীর পশ্চাৎধাবন

নীহা। আমি পার্ব্ব না মিষ্টার মুখার্জ্জী, পরের গাড়ীতেই যাতে—

মানস। সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌বেন না মিস্ গাঙ্গুলী! অনেকদূর এগিয়েছি—পা ফস্‌কালেই একেবারে—

নীহা। তা'হোক! কি সব উৎপাত! এতো কিসের? চোখের জল, সিঁদুরের ফোঁটা কি এ সব? এতো সইতে পার্ব্ব না, এ আমি ব'লে দিচ্ছি!

মানস। চুপ করুন! চুপ করুন! বুড়ো আস্‌ছে আবার!

দামোদরের প্রবেশ

দামো। হাঃ হাঃ শুন্‌ছ মাষ্টার, গিন্নী বলেন তোমার কাছে নাকি ভালবাসা শিখতে হবে আমার!

মানস। তা বেশ প্রাইভেট্ পড়্‌বেন!

দামো। বাঃ বেশ বলেছ! বেশ বলেছ! দিদিমণির আবার পড়া বন্ধ না হয়। হাঃ হাঃ! এসো!

অগ্রসর হইলেন

নীহা। উঃ! হাতে তুলে ছাই খেয়েছি!

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মানসের বাসাবাড়ীর বাহিরের ঘর। এক কোণে একটি অর্গ্যান।

নীহারিকা উত্তেজিত হইয়া প্রবেশ করিলেন

নীহা। নাঃ, অতো আমি পার্ব্ব না! জোর ক'রে আল্‌তা পরানো, কপালে সিঁদুর দেওয়া, অতো সইবে না আমার! আমার সম্পর্ক ইস্কুলের সঙ্গে। দশটায় যাব—চারটেয় ফির্‌ব। তা নয় প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, সেক্রেটারীর মা তাঁদের সঙ্গে গোলোকধাম খেল, ঘর-সংসারের কথা বলো! তাও না হয় সয়, কিন্তু দিনের মধ্যে দশবার নাৎ-বৌ! নাৎ-বৌ! নাৎ-বৌ! কি সব বিশ্রী অসভ্য কথা! উঃ, এই দশটা দিন কেমন ক'রে কাটাচ্চি জানেন ভার্জ্জিন মেরী! আর দিন কুড়ি কোনমতে—

হারাধনের তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ

ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে!

নীহা। আর এক যন্ত্রণা ভাখো হারু—

হারু। গিন্নী মা!

নীহা। আবার গিন্নী মা! বলিনি তোমাকে যে গিন্নী মা বোলো না।

হারু। তবে কি বল্‌ব?

নীহা। কি বল্‌বে? বল্‌বে মিস্—মিসি বাবা। আবার যদি কখনও গিন্নী মা বল্‌বে তা হলে চাকুরী থাকবে না!

হারু। (স্বগত) হুঁ! চাকুরী থাক্‌বে না! বোকা সেজে ব'সে আছি

ব'লে কিছু বুঝিনে, বুঝি? এমন প্যাঁচ ফেলব একদিন বুঝতে পার্বেন মজাটা—

প্রস্থানোদ্যত

নীহা। আর শোন।

হারু। বলুন।

নীহা। ও গান গাইতে পার্বে না—নন্দ ঘোষের নন্দনে, চল্‌বে না এখানে বুঝ্‌লে?

হারু। আমি যে টপ্পা জানিনে।

নীহা। টপ্পা নয়। গাইবে—মেরী মাতার নন্দনে—ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে।

হারু। আজ্ঞে তা বেশ! —ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে—

তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান

নীহা। আল্‌তা, সিঁদুর, নন্দ ঘোষ, সব মিলে একেবারে হিঁদু বানিয়ে ছাড়্‌লে! কাল আবার উনি—মানসবাবু বলছিলেন যে পাঁউরুটি খাওয়া আর হবে না, তার বদলে লুচী—আজ পাঁউরুটি না আন্‌লে কালই আমি ইস্তফা দেব। অত হিঁদুয়ানী সইবে না আমার!

খাতা লইয়া চপলার প্রবেশ

চপলা। টিচার মাসী?

নীহা। আবার মাসী বল কেন বার বার চপল? আজকাল ও-সব কেউ বলে না, শুধু টিচার বোলো।

চপলা। মা যে বকে তা হ'লে!

নীহা। মা বড়, না টিচার বড়? আমি যা বলি তাই শুন্‌বে।

চপলা। আচ্ছা, মার সাম্‌নে মাসী বলে আপনার সাম্‌নে শুধু টিচার বল্লে হয় না?

নীহা। তোমার মার সাম্‌নে যা খুসী বোলো আমার কানে না এলেই হোলো।

চপলা। বেশ। এইবার সেই গানটা একটু দেখিয়ে দিন।

নীহা। আচ্ছা বোস।

চপলা টেবিল হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে বসিল

মেঘনগরের অন্ধকারা—মেঘনগরের অন্ধকারা—

বুঝ্‌লে ?

চপলা। পুরোপূরি গেয়ে দিন না! আমি সঙ্গে সঙ্গে শিখে নেই।

নীহা। আচ্ছা।

গীত

মেঘনগরের অন্ধকারা—
কোন্ রূপসী কাঁদ্‌ছে বসি অঝোর-ঝরণ অশ্রুধারা।
আজি শাঙণ দিনের ভরা গাঙের উছল বারি
সে কি আন্‌ছে বহি গগন হ'তে রোদন তারি,
আজি ঝাউবান যে হাহাশ্বাসে কাঁপছে পাতা
কদম তরু মর্ম্মরিয়া খুঁড়ছে মাথা
কদম তরু মর্ম্মরিয়া খুঁড়ছে মাথা পাগলপারা ॥
হায় অরূপা তোমার বেদন জগৎ মাঝে
আজি উঠ্‌লো ফুটে কতই রূপে কতই সাজে;
হোথা নীপের কেশর্ কেয়ার পরাগ পড়ছে ঝুরে
কবির বীণার গান বেজেছে ব্যথার সুরে
কবির বীণায় গান বেজেছে ব্যথার সুরে ছন্দহারা ॥

চপলা। আচ্ছা সুরটা কি ?

নীহা। শুনে লাভ নেই। তুমি শুধু গলা সাধো। শুধু বাড়ী ব'সে খুব ভোরে ঘরে দরজা বন্ধ করে সারিগম করবে।

চপলা। খুব ভোরে ?

নীহা। তাতে কি হ'ল ?

চপলা। ভোর হ'লেই যে খিদে পায় আমার।

নীহা। তবে খেয়ে নিয়েই করবে।

চপলা। খেলেই আমার ঘুম পায় যে !

নীহা। তবে তো মুস্কিল। কিন্তু সারিগম সাধা না হ'লে গান তো ঠিক হবে না।

চপলা। তবে সন্ধ্যে বেলা এখানে নদীর ধারে ছোট্ট হার্মোনিয়ামটি নিয়ে পা' ছড়িয়ে ব'সে—

নীহা। এ সব খেয়াল কোত্থেকে হ'ল তোমার ?

চপলা। একটা বইতে পড়েছি—আ মার বয়সী একটা মেয়ে এলোচুলে পা' ছড়িয়ে বসে নদীর ধারে—

নীহা। থাক্ ! ও সব বই আর প'ড়ো না !

চপলা। রাজু দা যে পড়তে দিলে !

নীহা। কে ? রাজু দা ? রাজেনবাবু—সেক্রেটারী ?

চপলা। হ্যাঁ বল্লে খুব ভাল ক'রে পড়।

নীহা। হুঁ ! বুঝ্ছি ! বইটা এনে দিও তো একবার ! ভাল শিক্ষা দিচ্ছেন দেখ্ছি !

মানসের প্রবেশ

মানস। কে গাইছিল মিস্—মিস্ চপলা দেখ্ছি যে ! তুমি কতক্ষণ ?

চপলা। একটা গান শিখ্তে এসেছিলুম।

মানস। শেখা হয়েছে ?

চপলা। বাড়ী গিয়ে ঠিক করব,এখন দেখিয়ে নিলুম। (নীহারিকাকে) নমস্কার করিয়া) যাই তবে—

মানস। তুমি তোমার বাবাকে বলবে আমি বিকেলের দিকে যাব—উনিও যাবেন!

চপলা। আচ্ছা। প্রস্থান

নীহা। আমি কিছুতেই যাব না। আমি যাব এ কথা কেন বল্লেন আপনি?

মানস। গেলে দোষ কি?

নীহা। জানেন না আপনি! গেলেই মাথায় আউন্স খানেক সিঁদুর, পায়ে আধ বোতল আলতা মেখে সং সাজতে হয়! তার পর গিন্নী যে সব নাম ধ'রে ডাকেন তা মুখে আন্‌তেও লজ্জা করে আমার! পেটের দায়ে আপনার কথায় রাজী হ'য়ে এখন আমার প্রাণ যায়। কোন রকমে দিন কুড়ি আর কাটাতে পাল্লে বাঁচি। এ সব শুধু আপনার জন্যে—

মানস। রোজই আমাকে দুষ্‌ছেন কেন? আমি কি করলাম বলুন তো?

নীহা। আপনিই সব করেছেন। গোড়া থেকে এসেই দাদামশাই দিদিমা পাতিয়ে নিলেন—এখন আমায় নিয়ে টানাটানি।

মানস। একটু স'য়ে থাকুন মিস্ গাঙ্গুলী—সব স'য়ে যাবে। টাকা পেলে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যায়। এক মাসের মাইনে যখন ক্যাশ বাক্সে উঠ্‌বে তখন আর এসব কিচ্ছু মনে থাকবে না। বরং—

নীহা। মানের চেয়ে টাকা বড় নয়! আমার মত হোত আপনার, বুঝতেন—

মানস। এ আপনার inferiority complex! আপনি জানেন যে আপনি আমায়—মানে আমার সঙ্গে আপনার সে সম্বন্ধ নয় তবু কেউ যদি সে কথা বলে অমনি আপনি চটে যান! কেন বলুন তো?

নীহা। মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মালে, কথাগুলো কেমন লাগে বুঝতে পার্তেন। বেগে প্রস্থান

মানস। হুঁ! মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মালে। মেয়ে মানুষেরই মান আছে, পুরুষের নেই! আমার স্ত্রী পরিচয়ে ওঁর মানের হানি হচ্ছে, আর আমি যে ওঁর স্বামী সেজে ব'সে আছি, তাতে আমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার হচ্ছেন! কিন্তু কোন্ দিন সব ফাঁস হ'যে যাবে দেখ্ছি।

গান গাহিতে গাহিতে হারুর প্রবেশ

হারু। ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে—

মানস। এই মেরী মাতার নন্দনে! এ গান কোথায় শিখলে যাদুমণি?

হারু। (হাসিয়া) মিসি বাবা শিখিয়েছেন।

মানস। মিসি বাবা!

হারু। গিন্নী মা—

মানস। তোমার গিন্নী মার মুণ্ডু! চাক্রীটা আর রাখ্তে দিলে না দেখ্ছি! আবার যদি এ গান গাইবি তা হ'লে মাথা ভেঙে দেব।

প্রস্থান

হারু। হুঁ! হুঁ! সব বুঝি, সব বুঝি! কে কার মাথা ভাঙে দেখ্ব—জাল টান্ব যখন; চিংড়ি, পুঁটি, কৈ, সব উঠে আস্বে ডাঙায়—

প্রস্থান

নীহারিকার প্রবেশ

নীহা। একটু শক্তই বলা হ'য়েছে। ওঁর কি দোষ? বাস্তবিকই তো ওঁর কোন দোষ নেই। মিষ্টার মুখার্জ্জী—মিষ্টার—

মানসের প্রবেশ

মানস। ডাক্ছেন?

নীহা। দেখুন—

মানস। আর কিছু বল্বেন না আপনার অসুবিধে হচ্ছে সমস্তই আমি বুঝছি।

নীহা। আমি সে কথা বল্ছিনে।

মানস। নতুন আর কি বল্বেন? কিন্তু একটি কাজ কর্বেন না। নিতান্ত দুঃসময়ে একটা আশ্রয় যখন পাওয়া গেছে তখন সেটাকে হারানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপনি যা কর্চ্ছেন তাতে আর এক মাসও অপেক্ষা কর্ত্তে হবে না দেখ্ছি।

নীহা। (রাগিয়া) কি কর্চ্ছি আমি?

মানস। হারুকে যীশুর গান শিখিয়েছেন। হঠাৎ যদি বুড়োর কানে যায়—

নীহা। (উত্তেজিতস্বরে) কেন যীশুর গান শেখাব না? দিনরাত নন্দ ঘোষের নন্দন শুন্তে শুন্তে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল আমার! আপনারা আমাকে হিঁদু কর্ত্তে চান নাকি? আলতা, সিঁদুর, নন্দ ঘোষের গান, পাঁউরুটির বদলে লুচি—সে রকম মতলব থাকলে আগে থাক্তে বলুন!

মানস। আপনি আমাকে অপমান কর্চ্ছেন! যা খুসী করবেন আপনি, শুধু যীশুর গান কেন, স্বচ্ছন্দে আপনি বাড়ীতে Salvation Armyর হেড্ কোয়ার্টার খুলে দিতে পারেন, আমি তার মধ্যে নেই। যা' হবার হোক্! প্রস্থান

নীহা। (নিস্তব্ধ থাকিয়া) দোষ আমারি। কি বলতে কি ব'লে ফেল্লুম। হাজার হোক্ ভদ্রলোক তো।

নেপথ্যে দামোদর। কৈ কর্ত্তা-গিন্নী কোথায়?

নীহা। ঐ আবার! ছিঃ ছিঃ! বিষ খেয়ে মর্ত্তে ইচ্ছে কর্চ্ছে আমার! প্রস্থান

ফ্ল্যাটফাইল বগলে রাজেন প্রবেশ করিলেন।

রাজেন। অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়। যথার্থ মোক্তার না ষাঁড়ের গোবর। ঘুঁটে ছাড়া কোন কাজেই লাগে না। সেক্রেটারী হ'য়েছি সেক্রেটারীতেই শেষ হব! চপলাকেও শেষে গ্র্যাজুয়েটে পেয়েছে! সে আর কথাই কয় না। যা এঁচেছিলাম, যথার্থ দেখ্ ছি তাই হ'ল। বুড়োকে বল্লাম—বল্লে, মাষ্টার লোক ভাল। বুড়ী বলে, মাষ্টারের মত মানুষ হয় না! নিজের যথার্থ স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে যে আর একজনের ভালবাসার—ইয়ে—ইয়ে—র উপর যথার্থ চোখ দ্যায় সে মানুষ? আর চপলাও এতখানি যথার্থ সহৃদয় তা জান্‌তে পারিনি! কেবল ইস্কুল আর মাষ্টারের বাড়ী। আমাদের বাড়ীমুখো হয় না। নারকেলের লাড়ু আর ভালো লাগে না তার। মা ডাক্‌লে বলে, গান শিখতে যাচ্ছি। গান শিখেই যথার্থ দেশ উচ্ছন্ন গেল, আবার সেই গান! যাও—চপলা, গান শেখ, কিন্তু জানবে রাজেন বাড়রী যদি প্রকৃত তোমাকে যথার্থ ভালবেসে থাকে, তবে তার প্রতিফল তোমাকে দিতেই হবে! আর তুমিও মনে রেখ মাঁনস মাষ্টার, আমি যথার্থ যদি রাজেন মোক্তার হই, তবে পিনাল কোডের একধারায় তোমাকে ফেলবই ফেলব। চপলাকে নিতে তুমি পার্ব্বে না। প্র্যাকটিশ বন্ধ করে এখানে পাহারা দেব তবু—

দামোদরের প্রবেশ

দামো। কি রাজু গালাগাল দিচ্ছ কাকে? এঁরা কৈ?

রাজেন। এই দেখুন না ফাইলটা বলেছি যথার্থ দিতে সকালবেলা—

দামো। যাক্‌গে সে সব কথা! দেখছ তো?

রাজেন। বলুন।

দামো। দ্যাখো, চোখ থাক্‌লেই দেখতে পাবে।

রাজেন। বলুন যথার্থ—

দামো। দেখেছ তো গ্র্যাজুয়েটের হাতে পড়লে কি রকম অবস্থাটা হয়?

রাজেন। হুঁ। ইস্কুল—

দামো। শুধু হুঁ বল্‌লে? চেয়ার, টেবিল, আলমারী, বেঞ্চি কেমন ঝকঝকে ফিটফাট। ঠিক দশটার সময় মেয়েরা ইস্কুলে আস্‌ছে। আচ্ছা, আজ ক'জন ভর্ত্তি হ'ল নতুন?

রাজেন। হ'য়েছে একরকম জনকয়েক—

দামো। জনকয়েক! জনকয়েক কি রাজু? তুমিই ডোবাবে ইস্কুলটা! এগারো জন নয়?

রাজেন। সে আর যথার্থ বেশী কি?

দামো। বেশী নয়? একত্রিশ থেকে দশদিনে তেষট্টি জন মেয়ে হ'ল, বেশী না? বদনের ইস্কুলে এখনও পঞ্চান্ন হয়নি। তোমার মোক্তারী বুদ্ধি বুঝিনে রাজু!

রাজেন। যথার্থ বুঝবেন—

দামো। তারপর হাঁ শোন, মাষ্টারের সঙ্গে গোপনে কথাটথা হয়েছে? টিঁক্‌বে তো?

রাজেন। টিঁক্‌বে না আবার! যথার্থ যাবে কোথায় বেটা—

দামো। বেটা।

রাজেন। এই—বেটা বদন সরকার! যথার্থ তাক লাগিয়ে দেব একেবারে।

দামো। তাই বল। হ্যাঁ তারপর মাষ্টার বলে কি, কেমন লাগছে এ জায়গা?

রাজেন। ভালো লাগতেই হবে। যথার্থ যতদিন—না দেখুন আমি ফাইলটা দেখিগে একটু—যথার্থ শরীরটা আজ ভাল নেই। প্রস্থান

দামো। রাজুর কি হয়েছে যেন? ওকে আর আট্‌কে রাখব না,—পসার নষ্ট হবে'।

নীহারিকার প্রবেশ

দামো। আরে এস নাৎ-বৌ! একা যে? তোমার তিনি কোথায়?

নীহা। (স্বগত) অসভ্য! (প্রকাশ্যে) এলুম একটা কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে।

দামো। বেশ,—গোপনীয়?

নীহা। না, এমন গোপনীয় নয়।

দামো। তুমি সর্ব্বনাশ কল্লে আমার নাৎ-বৌ। ভেবেছিলাম কথাটা গোপনীয় হবে, একটু মিষ্টি মিষ্টি—

নীহা। দেখুন ও-রকম ক'রে বল্‌বেন না, লজ্জা করে আমার।

দামো। কর্ব্বে না? লজ্জা স্ত্রীলোকের অলঙ্কার! যার গয়না নেই লজ্জায় সে সাত হাত ঘোমটা ঢ্যায়। বল।

নীহা। আমাকে দিনকয়েকের ছুটি দেবেন?

দামো। ছুটি!

নীহা। আজ্ঞে আমাকে একবার কলকাতা যেতে হবে।

দামো। তুমি ছুটি নিলে—ইস্কুলটা চলবে না তো ভাই।

নীহা। মিষ্টার—হেডমাষ্টার থাক্‌বেন।

দামো। মিষ্টার হেডমাষ্টার, তুমি ছাড়া কিছু নন নাৎ-বৌ। শক্তি ছাড়া শিব, হাকিম ছাড়া আদালত, আর স্ত্রী ছাড়া স্বামী,—সমান। আজ তুমি ছুটি নাও, কাল তোমার হেডমাষ্টার মিষ্টারের মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌বে, পায়ে বাত হবে, মুখে ঘি রুচবে না, অন্ধকারে বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে।

নীহা। ছিঃ ছিঃ!

দামো। ছিঃ ছিঃ নয়, সত্যি কথা। আচ্ছা উনি আস্ছেন, জিজ্ঞেস্ কর—

মানময়ীর প্রবেশ

মান। কি জিজ্ঞেস্ কর্ব্বে ?

দামো। আচ্ছা বলোত গিন্নী। একদিন তুমি রায়বাড়ীতে রাত্রে যাত্রা শুন্‌তে গেছলে, আমি পাশা খেলে এসে তোমার বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে—

মান। হ্যাঁ, আমার বেরালটার গলা চেপে ধরেছিলে আর সে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল। তার পরদিন মিছিমিছি তুমি ঠাক্‌রুণের কাছে লাগালে—আমি তোমাকে কাম্‌ড়ে দিয়েছি। ঠাক্‌রুণ আমাকে পেত্নীতে পেয়েচে বলে কেঁদেকেটে ওঝা পুরুত ডেকে বাড়ীশুদ্ধ তোলপাড় কর্‌লেন। মিথ্যেবাদী !

দামো। ঐ তো তোমার দোষ ! সেই পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে ক'রে রেখেছ ? সে সব ভুলে যাও, এখন যে মহা বিপদ হ'ল আমার !

মান। কি হ'ল ?

দামো। নাৎ-বৌ ছুটি চাচ্ছেন। উনি গেলেই নাতির আমার—

মান। ইস্ গেলেই হ'ল ! (হাসিয়া) কালি বুঝি ঝগড়া হ'য়েছিল ?

নীহা। (স্বগত) মানমর্য্যাদা আর রইল না ! (রুমাল চক্ষে দিলেন)

মানময়ী। কাঁদছ কেন ভাই—ঘরকন্নায় ও-রকম হ'য়েই থাকে। আমি খুব ক'রে ব'কে দেব। এস।

নীহারিকাকে জড়াইয়া ধরিলেন

মানসের প্রবেশ

মানস। (ভীতভাবে) কি হ'ল ওঁর ?

দামো। গরু মেরে জুতো দান ! কা'ল ব'কে স'কে আজ আদর দেখাতে এসেছ !

মানস। হুঁ বুঝেছি। তা এমন বিশেষ কিছু বলিনি তো।

দামো। না বিশেষ বলনি। ও-রকম কর্‌বে যদি আর তাহ'লে বলছি আমি ওকে দ্বিতীয়পক্ষ করে ফেল্‌ব!

নীহারিকার প্রস্থানোদ্যম

মানস। (মানময়ীকে) দিন ওঁকে ছেড়ে দিন, ওঁর মাঝে মাঝে অমন হয়।

দামো। উনি যে ছুটি চাইছেন!

মানস। (অবাক হইয়া) ছুটি!

দামো। হ্যাঁ গো মাষ্টার, ছুটি!

মানস। জানিনে তো।

দামো। জানবে কি ক'রে, তুমি তো ওর কেউ নও।

মানস। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! সব ব'লে দিয়েছে নাকি?

দামো। কি ভাবছ?

মান। ভাব্‌বে আর কি? যা ভাব্‌বার তাই ভাবছে, সবাই তো তোমার মত নয়, যে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে প্রজা ঠ্যাঙ্গানোর কথা ভাব্‌বে!

দামো। মিছে কথা! তা কথনও ভেবেছি? জিজ্ঞেস্ কর নায়েবকে, তুমি সেদিন শাশুড়ী ঠাকরুণের শ্রাদ্ধে গেলে, আমি সেরেস্তায় বসেছি কথনও? মন খারাপ হবে ব'লে শুধু গাঙ্গুলীদের দরদালানে ব'সে জগু-ঠাকুরের সঙ্গে দাবা খেলিনি? কানাইয়ের মাকে জিজ্ঞেস্ কর, সে রোজ সেখান থেকে আমাকে ডেকে আনেনি? মিছিমিছি এদের সাম্‌নে—

মানস। আমি ওঁকে নিয়ে যাই। বুঝিয়ে, সুঝিয়ে—

মান। সেই ভালো ভাই—এস (নীহারিকার হাত মানসের হাতে দিয়া) যার ধন তারে সাজে।

নীহা। আমি সব খুলে বল্‌ছি।

দামো। না—শুনব না! ও-সব অজাশ্রাদ্ধে লঘুক্রিয়া! ও তোমরা দু'জনেই বলাবলি কর। কেমন মজা, চাইবে আর ছুটি?

নীহারিকার গালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিলেন

নীহা। কি ও!

দামো। গিন্নি পালাই চল! নাৎ-বৌয়ের চোখ দেখছ—এখন আর তোমাকে আমাকে ভাল লাগবে না! মানময়ীর হাত ধরিয়া প্রস্থান

নীহা। আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু আমাকে রেহাই দিন, আমি আর পার্ব্ব না! পার্ব্ব না! রুমালে মুখ ঢাকিয়া প্রস্থান

মানস। বিশ বছরের ধিঙ্গি, তবু খুকীপনা গেল না। খৃষ্টানীটা মহা মুস্কিলে ফেল্‌বে দেখছি! বাংলাদেশে কি হিন্দুর মেয়ে বি, এ পাশ করে না?

প্রস্থান

রাজেনের পুনঃ প্রবেশ

রাজেন। নাঃ—যথার্থ চপলাই মেরে ফেল্‌বে আমাকে! ঠিক্ দেখেছি ঐ ঘরটাতে ঢুকেছে! চপলার জন্যেই আমি মর্ব্ব! এ-বাড়ীতে ও এলেই যথার্থ বুকের মধ্যে এমন করে ওঠে—মামলা হেরেও কোনোদিন তেমন হয়নি। আর রোজ কি সন্ধ্যাবেলা যথার্থ ওৎ পেতে এই এঁদো ঘরে মশার কামড় সওয়া যায়? এত জামরুল, গোলাপ জাম, নারকেলের নাড়ু সব ভুলে গেল চপলা! কি করি? বুড়ো বলছে মহকুমায় যেতে—পসার নষ্ট হচ্ছে! ছল ক'রে যথার্থ আমাকে তাড়ানোর মৎলব—নিশ্চয় যুক্তি দিচ্ছে মাষ্টার! চপলাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা কল্লাম কিন্তু পেটের কথা শেষ হ'ল না। দশধারার আসামীর চেয়েও শক্ত। এখানে করে কি সে? ওই আসছে চাকরটা, ওকে যথার্থ জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।

হারানিধির তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ

হারা। ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে—

রাজেন। ওহে, নাম যেন কি তোমার, যথার্থ শুন্‌ছ ?

হারা। কে ? সিক্রিটিরিবাবু দেখছি ! এই অন্ধকার ঘরে ?

রাজেন। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি বাপু। বাড়ীর ভেতর থেকে এলে নাকি ? একটা যথার্থ খবর জানো ?

হারা। সব খবরই জানি বাবু। ম'রে আছি, কথা কইতে পাচ্ছিনে।

রাজেন। যথার্থ মাষ্টার বাড়ীতে আছেন ? অন্দরে ?

হারা। হুঁ। বাড়ী ছাড়া যাবেন কোথা ?

রাজেন। আছেন তা'হলে ! আর যথার্থ আছেন কে কে ?

হারা। (স্বগত) হুঁ, এদিকেও ডাল টগ্‌বগ্ ফুট্‌ছে দেখছি। আচ্ছা—

রাজেন। ভাব্‌ছ কি ? আর কে কে আছেন বলতে পার ?

হারা। কেন পার্ব্ব না ? কর্ত্তা আছেন, দিদিমণি আছেন—

রাজেন। দিদিমণি ! যথার্থ কে তিনি ?

হারা। তিনি যথার্থ বড়বাড়ীর আহ্লাদী। ওই আপনাদের বুড়ো কর্ত্তার বেটী।

রাজেন। চপলা !

হারা। হুঁ, তিনিই।

রাজেন। আহ্লাদী ! বেশ যথার্থ বলেছ—আহ্লাদীই বটে ! আর কেউ নেই—মাষ্টারণী ?

হারা। তিনি বিছানা নিয়েছেন—আর ইংরিজি বক্‌ছেন।

রাজেন। দিদিমণি আর মাষ্টার কি কর্চ্ছে ? যথার্থ বল্‌তে পার ?

হারা। (স্বগত) এবার শুম্ভ-নিশুম্ভের পালা হবে বুঝি ! সাম্‌লে জবাব দিতে হবে। গরজ বড্ড বেশী—দেখি যদি কিছু খসে।

রাজেন। কি যথার্থ চুপ করে রইলে যে বাপু ?

হারা। কেন ও-সব ঘরোঁয়া কথা জিজ্ঞেস্ কচ্ছেন ? বড় মানুষের কথায় আমার কি কাজ ?

প্রস্থানোদ্যম

রাজেন। বল যথার্থ—(হাত ধরিয়া)

হারা। হাত টানাটানি কর্ব্বেন না,—ভদ্দরলোক—

রাজেন। তুমি যদি সব খবর দাও—যথার্থ তাহ'লে—(পকেট হইতে টাকা বাহির করিলেন)

হারা। (টাকা লইয়া) ও দু' টাকায় পার্ব্বনা। আর তা ছাড়া মনিব—

প্রস্থান

রাজেন। তোমাদের মনিবেরই ভাল হবে বাপু—ওহে শোন যথার্থ—

পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি কক্ষ

প্রতিবেশিনীদ্বয় ও রাজুর মা

রাজুর মা। কি জানি বাপু লেখাপড়া শিখলে অম্নি বুঝি হয় ! সোয়ামী গালাগাল দিলেই বুঝি মাথা ধরে !

২য়া প্র। গালাগাল তো গালাগাল, উনি ভাত রাঁধতে দেরী হ'লেই চুলের মুঠো ধ'রে মার্তেন আমায়—আর সে কি মার ! হাতের কাছে যা পেতেন—খুন্তি, হাতা, ছাতি, চণ্ডীর পুঁথি তাই দিয়ে ভরদুপুরবেলা—আমি বসে কাঁদতাম, তার পরেই আবার উঠে—পান্তাভাতের থালা নিয়ে বস্তাম। গায়ে গতরে ব্যথাও হ'ত না।

রাজুর মা। এ-কালে ভাই সবই আলাদা। বয়েস-কালে কত যে মারই খেয়েছি ভাই ওঁর হাতে। যদি রাগ ক'রে পড়ে থাকতাম তাহ'লে কি আর এ-সংসার থাকত, না, ছেলের কামাই খেতে পার্ত্তাম ?

১মা প্র। কি জানি বাপু! দুটো কথা শুনেই যদি এত মান, তবে বিয়ে করা কেন ? আইবুড়ো হ'যে খোসখেয়ালে থাকলেই হয়! সোয়ামী নয় কার্ত্তিকমাস, সকাল বেলায় রোদ্দুর, সাঁঝের বেলায় শীত। কখনও বকবে সকবে কখনও আদর কর্ব্বে, তা নৈলে কি সোয়ামী ?

রাজুর মা। সে কথা খুব সত্যি। শুধু আদর আর কদিন ভাল লাগে বল্ ? রোজ মধু খেলে মধুতেও অরুচি ধরে।

বামীর প্রবেশ

বামী। অরুচি ব'লে অরুচি। এমন যে মাখনের মত গুলে মাছ তারও গন্ধে বমি আসে, মাগো মা ! না খেয়ে খেয়ে গতর কাঠ হ'য়ে গেল !

রাজুর মা। ছ্যাখ বামী, মাষ্টারণীর হয়েছে কি লো ?

বামী। কি জানি বাবা! দু'দিন তো পায়ে মোজা আর মাথায় গলাবন্ধের পাগ জড়িয়ে পড়ে রইলেন—মাথায় ব্যথা, খিদে নেই! আর এমন হাভাতে সোয়ামীও দেখিনি—রেলগাড়ীর উনুনে নিজে লুচি ভেজে নিয়ে গিয়ে ছ্যায়—বেহায়া! ইস্তিরির আবার অত খোয়ার কিসের লা ? এক যাবে আর হবে। সোয়ামী না গোলাম! হ'ত ক্যাবলার বাবার মত সোয়ামী—স্বর্গে গেছে সেখানে সুখে থাক্! একদিন বলেছিনু রাঁধতে পার্ব্ব না, কোমরটা কন্ কন্ কর্চ্ছে, হেঁই ব'লে এক লাথি—কোমরের ব্যথা উঠল বেহ্ম চাঁদিতে! হ'ত অমন—

রাজুর মা। মাষ্টারণী আসবে না ইস্কুলে ?

বামী। বল্‌লে, আস্‌বে কাল। মাষ্টার আসবে ঘণ্টাখানেক পর। ধোয়াবে মোছাবে পুতুল সাজাবে—তারপর তো আসবে—ঝাঁটা মারি অমন ইস্তিরিকে—(প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া) কিন্তু কর্ত্তাবাবু আস্‌বে এক্ষুনি—

প্রস্থান

রাজুর মা। যে যার ঘরে গিয়ে বোস গে কর্ত্তা আস্‌বে।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মানসের বাড়ীর অন্দর। ভিতরের বারান্দা। দুই প্রান্তে দুইটি কক্ষ
দ্বারে পর্দ্দা। বারান্দায় একখানি বেতের ছোট গোল টেবিল
তাহার চারিধারে চেয়ার

মানসের প্রবেশ

মানস। আচ্ছা ভোগানটাই ভুগিয়েছে পেত্নীটা! এই দুটোদিন কাটল যেন ভাঙের নেশায়! কি গলগ্রহই জুটিয়েছি, বাপ্‌রে বাপ! কান্না কেবল কান্না! জর্ডন নদীর জল আর নেই! হাতখানা লুচি ভাজতে গিয়ে পুড়িয়েছি। কি করি, উপায় তো নেই···বুড়োবুড়ী খাড়া পাহারা···স্বামীত্ব দেখাতে হবে তো? খৃষ্টানী কষ্ট দিয়েছে তবু তার বুদ্ধি আছে। ভেবেছিলাম ফাঁস করেই দেবে বুঝি সব, কিন্তু খুব সামলে গেছে। যাক্ আর দিন চোদ্দ কাটলেই দেব ছুটি···বল্‌ব বাপের বাড়ী গেছেন তার পরেই সেখানে তাঁর নিউমোনিয়া হবে···তারপরেই হোলীঘোষ্ট। শাস্ত্র-মতে তখন একটা গ্র্যাজুয়েট হিন্দুর মেয়ে নিয়ে এসে কায়েম হ'য়ে বস্‌ব, বুড়োবুড়ী টেরও পাবে না। কিন্তু···কিন্তু ওঁর যাবারই বা দরকার কি এত? যে রকম আছেন তেমনই তো থাকতে পারেন। একটু অসুবিধে

—কর্ত্তাগিন্নী নাৎ-বৌ নাৎ-বৌ বলেন, সেটা গায়ে না মাখলেও তো পারেন। এত সেন্টিমেণ্ট্যাল হ'লে একালে চলে!

হারানিধির প্রবেশ

হারা। চানের জল দেব বাবু?

মানস। উনি কোথায়?

হারা। মিসিবাবা?

মানস। হ্যাঁ বাবা, তোমার মিসিবাবা, তোমার চোদ্দপুরুষের গুরু-ঠাকরুণ কোথায় তিনি?

হারা। বাগানে ফুল তুলছেন।

মানস। নাঃ জ্বালালে দেখছি, নির্ঘাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা না করে আর ছাড়বে না! প্রস্থান

হারা। গুরুঠাকরুণ নয়তো কি! ওঁর দৌলতেই আমার পটলির নথ হবে—চাই কি—

খিড়কী দরজা দিয়া নীহারিকা একরাশ গাঁদা ফুল
হাতে লইয়া প্রবেশ করিল

নীহা। তোমার বাবু কোথায় হারু?

হারা। এই আপনাকে খুঁজতে গেলেন—বাগানের দিকে।

নীহা। ডেকে আন। (হারুর প্রস্থান) ভদ্রলোক আমার জন্যে সত্যিই কষ্ট পাচ্ছেন। তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে অজ পাড়াগাঁর স্কুল, যত গেঁয়ো লোকের সঙ্গে কাজ কর্ত্তে হবে। তাহ'লে আস্‌তুমনা আমি, আর ওঁরও এত কষ্ট পেতে হ'ত না।

মানসের প্রবেশ

মানস। আমি আপনাকে খুঁজে এলাম। এত ঠাণ্ডায় বাগানে বেড়ানো ঠিক নয়!

নীহা। কিছু হবেনা, মন্বনা সহজে! জানলা দিয়ে দেখলুম অজস্র ফুল, লোভ সাম্লাতে পার্লুম না। যাক্—আপনি তো খুব কষ্ট পেলেন দু' দিন! যথেষ্ট খেটেছেন আমার জন্য, ধন্যবাদ!

মানস। ধন্যবাদের কাজ কিছুই করিনি। কর্ত্তব্য করেছি—আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টেনে এনে বিদেশে বিপদে ফেলেছি আপনাকে। দায়িত্ব তো আমারই।

নীহা। বিপদ্ মনে করিনে, আপনার যা কর্বার আপনি করেছেন—অসম্মান করেন নি আমাকে কখনো কিন্তু এঁরা—বিশেষ ক'রে বুড়োবুড়ী আদর ক'রে আর ওই বিশ্রী নাম ধ'রে ডেকে ডেকে ক্ষেপিয়ে তুল্লে আমাকে! তার পর মাথায় ঘোমটা টান্তে টান্তে হেয়ারপিনে লেগে শাড়ী ছিঁড়ল তিনখানা!

মানস। আমি কিন্তু মোটেই বিরক্ত হইনে। মনে মনে হাসি আর ভাবি যে চমৎকার অভিনয় কর্চ্ছি।

নীহা। পুরুষে যা পারে, আমরা তা পারিনে। মেয়েদের পক্ষে এ রকম অভিনয় করা শক্ত—আর—আর—

মানস। লজ্জাও হয়। কিন্তু কি কর্ব্বেন—ফার্ণাণ্ডেজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার মত অবস্থা হ'লেই আপনার ছুটি।

নীহা। ওঁরা যদি ও-রকম না করেন আমার সঙ্গে, তা হ'লে আমি বরাবরই থাক্তে পারি। আপনার উপর আমার—আমার—এতটুকু বিশ্বাস আছে যে আপনি অন্যায় কিছু কর্ব্বেন না আমার।

মানস। আমি চার্চ্চের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছি, জানেন তো? আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখ্ব—আপনার কোনও ক্ষতি হ'তে দেব না। আপনি চোখকান বুজে কোনও রকমে আর দিন কয়েক কাটিয়ে দিন—এই জুলাই মাসটা। পয়লা আগষ্ট মাইনে নিয়ে ফার্ণাণ্ডেজের আশী টাকা

ফেলে দিয়েই—বাস্! ফার্ণাণ্ডেজের সে কথাগুলো আপনার মনে আছে কি না জানিনে কিন্তু আমার কানে তা ইন্জেকসনের সূঁচের মত বিঁধছে। হাতের কাছে তাকে আজ যদি পাই—সে আপনাকে বলে কিনা মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ হতে হবে!

নীহা। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনার কি হিংসে—হ্যাঁ—

মানস। (চমকিত হইয়া) কি বল্লেন?

নীহা। কিছু না। শুনুন মানসবাবু, ফার্ণাণ্ডেজের ধার শোধ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি যা বল্ছেন মান্ব, কিন্তু দোহাই আপনার, দেখ্বেন আপনি, তারপর একদিনও যেন আমাকে এখানে থাক্তে না হয়। বুড়োবুড়ীই আমার মাথা খারাপ ক'রে দিলে—সিঁদুর দিয়ে দিয়ে সিঁথিটা করকরে করে দিয়েছে, দুখানা 'ভিনোলয়া' ঘসেও পায়ের আল্তার দাগ তুল্তে পার্ল্ুম না। আপনিই বলুন না অত কি সহ্য হয়? তারপর দেখা হ'লেই বুড়ো যা বলে তাতো শুনেছেন! কি যে মনে হয় সে সময়—গা শির্‌শির্ করে—হ্যাঁ গা বেগুনের দাম কত?

মানস। (আশ্চর্য্য হইয়া) বেগুন! বেগুন কি মিস্—

নীহা। ঐ বুড়ো!

দামোদর বারান্দার দ্বারপথে মৃদু হাস্য করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন

নীহা। হ্যাঁ গা, বেগুনের দাম কত আজ?

দামো। শুনে ফেলেছি! সব শুনে ফেলেছি! (নীহারিকা ও মানস সভয়বিস্ময়ে চাহিল) বুড়োর কথা শুন্লেই গা শির্ শির্ করে! হাঃ হাঃ নাৎ-বৌ। কর্ব্বে না? গিন্নী বলেন যে আমার হাসি দেখ্লে এখনও তাঁর, আবার চেলী প'রে নাকি নতুন-বৌ হ'তে সাধ যায়। আর তুমি তো শুনেছ মুখের কথা! গা শির্ শির্ কর্ব্বে না? কেমন আছ নাৎ-বৌ আজ? ইস্কুলের পথে দেখ্তে এলাম একবার! কি কথা হচ্ছিল?

নীহা। (স্বগত) বাঁচলুম। (প্রকাশ্যে) ভালই। (মানসের প্রতি) কিন্তু হ্যাঁ গা বল্‌লে না, বেগুনের দাম কত?

মানস। বেগুন! তা বেগুন, পাঁচ আনা সের।

দামো। ঠকিয়েছে, নিশ্চয় ঠকিয়েছে! বেগুনের সের পাঁচ আনা, বাব্‌লাহাটিতে পাঁচ আনা সের বেগুন! নিশ্চয় সেই দেবু নাপিত বেটার দোকান থেকে এনেছ! আমার বাজারে, আমারই স্কুলের মাষ্টারকে ঠকাবে—পাঁচ আনা সের বেগুন! জুতিয়ে হাড় ভেঙে দেব আজ! দেখিয়ে দাও তো মাষ্টার কোন বেটা বেগুন বেচেছে তোমার কাছে—

মানসের হাত ধরিলেন

মানস। থাক্! থাক্! যৎসামান্য ব্যাপার—

দামো। যৎসামান্য নয় মাষ্টার! হাট শায়েস্তা কর্ত্তে পারে না যে জমিদার, তার জমিদারী এক পুরুষে খতম! পাঁচ আনা সের বেগুন! জুতিয়ে হাড় ভেঙে দেব আজ—দামু চৌধুরীর জমিদারী মগের মুলুক পেয়েছে বেটা!

মানসের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান

নীহা। উঃ ভগবান্! মানমর্য্যাদা আর রাখ্‌লে না! (টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন) না পার্ব্ব না! পার্ব্ব না! আজই চলে যাব। ছিঃ ছিঃ—(ক্রন্দন)

মানসের পুনঃ প্রবেশ

মানস। বাবা—বহু কষ্টে হাত ছাড়িয়েছি। সন্ধ্যাবেলা সেই বেগুনের দোকান দেখাতে হবে, বড্ড বাঁচিয়েছেন আজ আপনি—কি কাঁদ্‌ছেন না কি? আবার কি হ'ল!

নীহা। অনেক হ'য়েছে মানসবাবু! আর নীচে নামতে পারিনে—পারিনে।

প্রস্থান

মানস। দেখুন! আবার কান্নাকাটি ক'রে অসুখটা— পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মানসের কক্ষ

ঝাটাহস্তে হারানিধি

হারা। নাঃ! হাভাতের বরাত কিনা, কাজেই ফল পাকবার আগেই খস্‌ল! ঠাক্‌রুণ চলে যাচ্ছেন। মৎলবটা দেখছি আর হাসিল কর্ত্তে পার্‌লাম না! কথায় বলে ইস্তিরির চেয়ে ধন নাই। সেই ইস্তিরির সাধ হল একটা নথ, তা দিতে পার্‌লাম না আজ দু' বচ্ছরে! পটলি তো বোষ্টুমী হবেই। তিন কুড়ি টাকা খরচ ক'রে মাসী আমার পটলিকে ঘরে এনেছিল, টাকা তিন কুড়ি ব্রেথাস্ গেল! যে রূপের দেমাক, ও আর ঘরে থাক্‌বে না কিছুতেই। এত ভজন সাধন কর্‌লাম···ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে!

নীহারিকার প্রবেশ

নীহা। আমার সে জামরঙের জরিপাড় শাড়ীটা কোথায় হারু?

হারা। বদ্‌রী ধোপার বাড়ী।

নীহা। আননি?

হারা। কি ক'রে আন্‌ব? সে শাড়ী প'রে তার ইস্তিরি লাখপতিয়া কুটুমবাড়ী গেছে কাল!

নীহা। কে বল্লে?

হারা। আমার নিজ চোখে দেখলাম—বল্লাম, মিসিবাবার শাড়ী প'রে যাচ্ছিস্ কোথা? সে মুচ্‌কি হেসে চোখ ঘুরিয়ে—

নীহা। চুপ কর! ও-সব কি কথা? বদরীকে—না, তোমার বাবুকে ডাক একবার, দেখছি। (হারুর প্রস্থানোত্থম) হ্যাঁ হারু! এ-ঘরে ঝাড়ু পড়ে না কত দিন? কি সব ক'রে রেখেছ! (টেবিলের কাছে গিয়া) কি এ-সব? নস্যদানীতে গুপুরির কুচি, গুপুরির কৌটায় সিগারেটের ছাই, এ্যাশ্ট্রেতে তেল? যার মাইনে খাচ্ছ তার কাজটা কর্ত্তে পার না?

হারা। আমি কি কর্ব্ব? কাল বড় বাড়ীর মেয়ে এসে সব অম্নি ক'রে গুছিয়ে গেছে।

নীহা। বড় বাড়ীর মেয়ে! চপলা?

হারা। হুঁ।

নীহা। তার এ-ঘরে কি কাজ?

হারা। আপনাকে খুঁজতে—

নীহা। আমাকে খুঁজতে! আমি কি হারিয়ে গেছলুম? যাও, ডেকে আন তোমার বাবুকে! (হারুর প্রস্থান) কি বিশ্রী নোংরা ক'রে রেখেছে! পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, মোটে সহবৎ নেই! তার কি কাজ এখানে?

চপলার প্রবেশ

এই যে। এখন কি?

চপলা। মা পাঠালে। এবেলা মা আপনাকে রাঁধতে বারণ ক'রে দিয়েছে। আমাদের বাড়ী রাত্রে আপনার আর মাষ্টারবাবুর নেমন্তন্ন।

নীহা। মাষ্টারবাবু বল কেন চপল? ভাল শোনায় না, মেসো বল্লেই পার!

চপলা। আপনাকে মাসী বলতে পার্ব্ব না, তাঁকে মেসো বলব কি করে?

নীহা। মেয়েছেলেকে যা বলা যায় না পুরুষকে তা বলা যায়। যাক্—

চপলা। তবে আপনি বাবাকে দাদাবাবু না ব'লে দামুবাবু বলেন যে ?

নীহা। তর্ক কোরো না চপল! যা বলি তাই কর্ব্বে। যাক্—আমি যাব, তবে বেশী সইবে না আমার।

চপলা। তা বল্ব—কাল সকালেও কিন্তু আপনার নেমন্তন্ন—

নীহা। সে জানি—ইস্কুলের মেয়েরা নেমন্তন্ন করেছে।

চপলা। আমি সে নেমন্তন্ন-কমিটির সেক্রেটারী হ'য়েছি।

নীহা। (হাসিয়া) কি খাওযাবে ?

চপলা। এই কচুর শাক' এক, কুম্ড়োর ঘণ্ট দুই, ডুমুরের কাট্‌লেট্ তিন, ছোলার ডালকারী চার—

নীহা। মেরে ফেল্‌বে তা হ'লে দেখ্‌ছি চপল! তার চেয়ে লুচি আর হালুয়া ক'রে—

চপলা। মাষ্টারবাবু—মেসো বল্‌লেন যে এতদিন ধ'রে যত রান্না শিখেছি কাল সে সবের পরীক্ষা হবে। যার রান্না ভাল হবে—তিনি তাকে মেডেল দেবেন! (জানালার দিকে লক্ষ্য করিয়া ঐ যে তরু আর অরু কচুর শাক কাটতে যাচ্ছে—তরু—অরু—

প্রস্থান

নীহা। হুঁ! যত রকম রান্না শিখেছে—বুঝি সবই। কিন্তু খাওয়া আটকাবে না তাতে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের হবে কি? বাইরে এত বুদ্ধি কিন্তু ঘরে এমন হোপ্‌লেস! বিছানা নোংরা, জুতোয় কালি দেওয়া হয় না সাত বচ্ছর, জামার বোতাম নেই, দাড়ি কামানোর খুর দিয়ে পেন্সিল কাটা হয়েছে—আশ্চর্য্য লোক! এত ময়লা বিছানা দেখ্‌লে গা কিট্‌কিট্ করে আমার—(বিছানার চাদর ঝাড়িতে লাগিলেন)

মানসের প্রবেশ

মানস। ওকি কর্চ্ছেন!

নীহা। (চমকিত হইয়া) দেখ্‌ছিলুম চাদরটা, আমার চাদরের সঙ্গে বদল ক'রে দিয়েছে কি না!

মানস। ওটা আমার চাদর নয়, কাল ঐটে দিয়ে ফলের ঝুড়ি ঢেকে বুড়ো পাঠিয়েছিলেন, আমি বিছানায় পেতে নিইছি।

নীহা। ছিঃ ছিঃ! (চাদর টানিয়া ফেলিয়া দিলেন) আপনার মত নোংরা লোক—

মানস। ঐ একটি ছাড়া আমার আর গুণ নেই মিস্ গাঙ্গুলী।

নীহা। সেটা বল্‌লে মিথ্যে বলা হয়, গুণ অনেক আছে—দিব্যি দাবার চাল দিতে জানেন আপনি!

মানস। দাবার চাল কি দেখ্‌লেন?

নীহা। ও কথার কথা বল্লুম। কাল আমার গাড়ী ক'টায়?

মানস। বিকেলের গাড়ী?

নীহা। না, সকালের গাড়ী।

মানস। সকালের গাড়ীতে যাবেন নাকি? সে গাড়ী বোধ হয়—

নীহা। বোধ হয় নয়, সকালের গাড়ী ঠিক বারোটায়। দশটায় রওনা হ'তে হবে আমাকে, কিন্তু যা ক'রে তুলেছেন আপনি—

মানস। কি করেছি আবার!

নীহা। ইস্কুলে শুন্‌ছি মেয়েরা খাওয়াবে আমাকে, তার মেনু শুন্‌লুম আপনি করেছেন—

মানস। চ'লে যাচ্ছেন। মেয়েরা ভালবাসে আপনাকে—

নীহা। তাই কচুর শাক থেকে স্বরু ক'রে যত বন জঙ্গল খাইয়ে এমন অবস্থা কর্বেন আমার যে খেয়ে যাতে বিছানা ছেড়ে না উঠ্‌তে পারি—

যাওয়াটা পণ্ড হয়। এই কাজটুকুর জন্য মেডেল দেবেন আবার শুন্‌লুম। মুখে বল্লেই তো—

মানস। আমাকে মাফ্ করুন মিস্ গাঙ্গুলী, সে রকম বুদ্ধি আমার মোটেই নেই। আমি জানি আপনি থাক্‌বেন না—থাক্‌তে পারতেন—কিন্তু থাক্‌বেন না। কাজেই আর বৃথা ব'লে আপনাকে কষ্ট দেব না। তবে যখন যেখানে থাকেন মনে কর্‌বেন মাঝে মাঝে—

পা টিপিয়া টিপিয়া পিছনের দরজার পর্দ্দা সরাইয়া

দামোদর প্রবেশ করিলেন

নীহা। এ অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলবার নয়—

দামো। বটে!

মানস ও নীহার চমকিয়া উঠিল

মানস। হ্যাঁ, সে কথা ভুলো না! আর—আর—বীরু গয়লার দুধের হিসেব—বাড়ী চুণকাম —

নীহা। সে কিচ্ছু ভুল্‌ব না, বীরু গয়লার মাছের দাম—চুণো গলির বাড়ী ভাড়া—

দামো। হুঁ এ-সব কথা জীবনে ভুল্‌বার নয়! এই সব কথা ব'লে বুঝি তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়? আমাদের কালে কি হ'ত জান?

মানস। ও আপনি এসেছেন যে?

দামো। ইস্ দেখ্‌তেই পান নি! ভারী প্রেম কর্ত্তে শিখেছ মাষ্টার? বীরু গয়লার চুণের হিসেব—যাওয়ার সময়? সে-কাল অনেক ছিল ভাল, জান?

মানময়ীর প্রবেশ

মান। তুমি আবার এসেছ?

দামো। শোন গিন্নী মজা শোন, কাল নাৎ-বৌ যাবে, আজ নাতি

আমার তাকে চূণী গয়লার বাড়ীর হিসেব বোঝাচ্ছে, আর আমাদের কালে কি হ'ত গিন্নী ?

মান। যাও! পুরাণো কথা ভাল লাগেনা আর!

দামো। আবার মিছে কথা! দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে এলাম যখন, তখন তুমি আমার থুৎনিতে হাত দিয়ে কাল বল্লে—তোমায় দেখে পুরাণো কথা মনে পড়ছে, আর আজ বল্‌ছ পুরাণো কথা ভাল লাগেনা! তোমার হদিস্ পাওয়া দায়—

মান। যাও! একটা কথা তোমার পেটে থাক্‌বার যো নাই!

দামো। কিন্তু ত্মাখো নাৎ-বৌ, আজ তোমাদের দু'জনকে দেখে কিন্তু আমার মনে রস জম্‌ছে না। মনে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে কোন জায়গায় ফাঁক আছে। তা নইলে—কাল যাবে নাৎ-বৌ, আর আজ মাষ্টার বলে কিনা দুধওয়ালার চুণের হিসেব ভুলো না! উঁহু! দু'জোড়া চোখ একদম সাদা, একটুও ঘোলাটে হয়নি তো। উঁহু!

মানস। দেখুন, ঘর সংসারের কথা বল্‌তে হয়—

দামো। আমাকে শেখাবে, তুমি মাষ্টার? ঘর সংসারের কথা এ-সময় মনে থাকে? উনি যখন সেকালে বাপের বাড়ী যেতেন তার সাতদিন আগে থেকে আমরা দু'জনে দু'জনের গলা ধ'রে ঘরে দোর দিয়ে, ফুরসৎ পেলেই কাঁদ্‌তাম।

মান। মিছে কথা! আমি কখনো কাঁদিনি, তুমি চুল ধ'রে টেনে টেনে আমাকে কাঁদিয়েছ!

দামো। আবার মিছে কথা বল্‌ছ তুমি! তখন চুল ছিল তোমার? খুস্কীর জন্যে তোমার দিদিমা মাথা ন্যাড়া ক'রে দিয়েছিল না?

মান। এদের সামনে মাথা ন্যাড়ার কথা বোলো না বল্‌ছি! জাম গাছ থেকে প'ড়ে যে দাঁত ভেঙেছিলে—

মানস। থাক্ দিদিমা থাক্!

নীহা। (স্বগত) এরা আশ্চর্য্য—একটুকু লজ্জা নেই। (প্রকাশ্যে) আমাকে সুটকেশ গোছাতে হবে—যাই। প্রস্থান

মানস। চাবীটা কিন্তু ঐ ব্র্যাকেটের সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে—ওই দক্ষিণের জানালার ধারের ব্র্যাকেটটায়— পশ্চাৎ প্রস্থান

দামো। কিন্তু গিন্নী আজ যেন আমার কেমন কেমন লাগছে, এদের আমাদের মত হয়নি।

মান। সকলের রীত্ তো এক রকম নয়।

দামো। না গিন্নী, ত্যাখো তাকিয়ে এইটে মাষ্টারের ঘর—বালিশটা ছোট—আলনায় শাড়ী নেই একখানাও—

মান। এতও তোমার চোখে পড়ে!

দামো। নাঃ এদের মনে কোথাও ফাঁক আছে।

মান। সবাই কি তোমার মত হবে নাকি? এস, চপলাকে পাঠিয়েছিলাম খাবার কথা বল্‌তে। একবার নিজে বলে যাই—যে তোমার নাৎ-বৌয়ের মেজাজ।

দামো। চল, কিন্তু এদের মনের মিল না হ'লে ভবিষ্যতে ইস্কুলটা।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দামোদরের অন্দরমহলের বাগান। ঠাকুর চাকরের ব্যস্ত যাতায়াত। লুচি এবং বেগুনভাজার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে; নারিকেল কুর্ণী হাতে লইয়া রাজুর মা প্রবেশ করিলেন

রাজুর মা। গিন্নী ডাকলেন, এলাম। কিন্তু আমার আর ভাল লাগছে না এ-সব! রাজু আমার আজ ক'দিন মনমরা হয়ে আছে। নারকেলের নাড়ু দুটোও মুখে দিতে চায় না! আমি আবার কোন্ সুখে

এখন নারকেলের পিঠে গড়্‌ব? সব তো বুঝতে পারি, কিন্তু বড় মানুষের ঘর, কথা কইব কি ক'রে? গিন্নী এতো বোঝেন শুধু আমার ছেলের দুঃখু বোঝেন না!

চপলার প্রবেশ

চপলা। বাড়রী মাসী, মা কোথায়?

রাজুর মা। দেখিনি তো। হ্যাঁ চপল, রাজু যে ক'দিন থেকে বল্‌ছে তুই নাকি—তার সঙ্গে—কথা—ক'স্‌নে?

চপলা। বল্‌ব কখন্ মাসীমা? এই তো চার পাঁচ দিন কেবলই গোছগাছ কর্ত্তে হচ্ছে। কাল আমাদের টীচার যাবেন, তাঁকে খাওয়াতে হবে—দশ রকম রান্না আছে! আমি নেমন্তন্ন-কমিটির সেক্রেটারী।

রাজুর মা। তা বেশ, বাছা বেশ! তবে দু'টো কথা বলিস্। ও তোর নাম কর্ত্তে পাগল হয়। তুই ছেলেমানুষ ও-সব বুঝতে পারিস্ নে তো। প্রস্থান

চপলা। বুঝতে পারি, কিন্তু রাজু দা যেন কথা কইতে গেলেই কেমন আবোল তাবোল বক্‌তে থাকে—ভালো লাগে না। প্রস্থান

রাজেনের প্রবেশ

রাজেন। এ আবার যথার্থ এক নতুন মুস্কিল হ'ল। চপলাকে জন্মের মত হারালাম। মাষ্টারণী যথার্থ থাকলে তবু মাষ্টারের একটু ভয় থাকৃত; এখন একেবারে খোলা মাঠ। খাল কেটে একটা যথার্থ কুমীর এনে ঘরে ঢুকিয়েছি।

হারুর প্রবেশ

হারা। এই যে সিক্রিটিরিবাবু। আমার বাবু কোথায়?

রাজেন। তোমার বাবু কোথায় যথার্থ তা আমি কি জানি? আচ্ছা তোমার গিন্নী মা ক'দিন বাপের বাড়ী থাক্‌বেন হারু?

হারা। গলা নেই গান আর ক্ষেত নাই, ধান! বাপ নেই তার বাপের বাড়ী! যত সব খৃষ্টানী কাণ্ড! দেখি বাবুকে খুঁজে—বাবা বোকা সেজে আছি কথা কইনে!

রাজেন। যথার্থ কি হারু, কি হ'য়েছে?

হারা। সে অনেক কথা—দু' টাকায় আর সে কথা হয় না।

প্রস্থান

রাজেন। আমি যথার্থ দশ বিশ যা লাগে দিচ্ছি, শুন্‌ছ হারু, শুন্‌ছ—

প্রস্থান

মানস ও নীহারিকা প্রবেশ করিলেন

মানস। এই আজকের দিনটা একটু কষ্ট ক'রে থাকতে পার্লেই কাল থেকে আপনি বাঁচলেন!

নীহা। হুঁ! এ জায়গাটা কিন্তু বেশ! কলকাতার মত অত গরম নয়।

মানস। আর এঁদের ব্যবহারও খুব ভাল।

নীহা। হ্যাঁ ভদ্রতা আছে, কিন্তু সব তাতেই একটু যেন বাড়াবাড়ি। তা নইলে—

মানস। দেখুন—গিন্নী আসছেন, আবার কি বল্‌বেন আমার সাম্‌নে, শেষটা লজ্জা পাবেন আপনি! আমি যাই।

নীহা। নাঃ ও-সব কথা এক রকম গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, আর একটা দিন বৈ নয, এক রকম করে কেটে যাবেই।

মানস। নাঃ নাঃ কাজ নেই, গিন্নী যে রকম ক'রে হাসতে হাসতে আস্‌ছেন আমার যেন—বুঝ্‌লেন আমি আস্‌ছি এক্ষুনি!

প্রস্থান

নীহা। হঠাৎ ওঁর যেন একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখ্‌ছি! ফাঁক পেলেই আমাকে এড়িয়ে চল্‌ছেন।

মানময়ীর প্রবেশ

মান। তোমার কর্ত্তা পালালেন যে!

নীহা। (স্বগত) আজ চূড়ান্ত অভিনয় কর্ব্ব। (প্রকাশ্যে) কি যেন একটা ভুলে ফেলে রেখে এসেছেন, আন্‌তে গেলেন।

মান। আজ ভাই একটু রাত হবে কিন্তু! বেশী রাত হ'লে এখানেই থেকে যাও।

নীহা। অত হাঙ্গাম ক'রে কি হবে? উনি আবার—

মান। উনি আবার কিচ্ছু তোমাকে বল্‌বেন না। সে ব্যবস্থা করব'খন। তোমাকে মানিয়েছে কিন্তু আজ—

দামোদরের প্রবেশ

দামো। মানিয়েছে ব'লে মানিয়েছে! পটের পরী। যাবার আগে চোখটা ঝল্‌সে দিয়ে যাচ্ছ আর কি? এ জ্বলুনি থাম্‌লে হয়!

মান। তোমার জ্বলুনি ইহকালে থাম্‌বে না। যতই বয়স হচ্ছে ততই —যাক্ (মৃদুস্বরে) এনেছ?

দামোদর ইঙ্গিত করিয়া একটী ভেলভেটের বাক্স মানময়ীর হাতে দিলেন

মান। এসো ভাই—(বাক্স হইতে মুক্তার সাতনর বাহির করিয়া নীহারিকার গলায় পরাইতে গিয়া) খালি হাতে ঘর থেকে লক্ষ্মী বিদেয় কর্ত্তে নেই ভাই!

দামো। কী সব অলুক্ষণে কথা বল্‌ছ গিন্নী? লক্ষ্মী বিদেয় কি? বল খালি হাতে নাৎ-বৌয়ের মুখ দেখতে নেই।

মান। মুখ দেখতে বাকী রেখেছ বড় ! (নীহারিকার গলায় সাতনর পরাইয়া দিলেন)

নীহা। এ কি কর্ল্লেন ?

মান। তোমার নাৎ-বৌ থাক্লে তুমিও এই করবে ভাই।

দামো। শোন গিন্নী, একটা কথা শোন।

মানময়ীর সহিত প্রস্থান

নীহা। চরম হ'ল ! আর নয়—

প্রস্থানোদ্যম

মানসের প্রবেশ

মানস। কোথায় যাচ্ছেন !

নীহা। আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু (হার দেখাইয়া) এটা ফিরিয়ে নিতে বলুন। দড়ির ফাঁসের মত লাগছে—দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে আমার ! (হার ছিঁড়িতে উদ্যত)

মানস। ছিঃ ছিঃ কর্চ্ছেন কি ! এই একটা তো রাত ? তখন বল্লেন যে আজ সব সহ্য কর্ব্বেন আপনি, আর একটুতেই—

নীহা। এইটুকু ! এর মানে বুঝবেন না আপনি ! বুঝবেন না !

মানস। না হয় কোন সময় বুঝিয়ে দেবেন। আপাততঃ আমার মুখ চেয়েই না হয় চুপ ক'রে থাকুন ! আজকে মস্ত ফাঁড়া—আপনার কিছু হবে না, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ ! যদি আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার ইচ্ছে হয় তবে—

নীহা। সে কথা আমি বলিনি তো ! কিন্তু এ-সব কেন ? বড্ড ছোট হ'য়ে যাচ্ছি আমি !

ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন

মানস। নাঃ! আজকের কালরাত্রি প্রভাত হ'লে বাঁচি! দেখুন ঐ বুড়ো-বুড়ী আস্ছে, ও-রকম মুখ কালো ক'রে ঘুরলে সব ধরা পড়ে যাবে। আমার কাছে আসুন, একটু হেসে কথা বলুন। আস্বেন?

নীহা। আমার কান্না পাচ্ছে। ও-দিকে চলুন—

মানস। চলুন, যেখানে চুপ করে কাঁদতে পারেন এ-রকম একটা জায়গা খুঁজে দিই।

উভয়ের প্রস্থান

দামোদর ও মানময়ীর প্রবেশ

মান। তা আমি পার্ব্ব।

দামো। হ্যাখো তাতে ভগবান খুসী হবেন, সংসারের মঙ্গল হবে। সকাল বেলা মাষ্টারের বাড়ী থেকে ফেরা অবধি আমি ঐ কথাই ভাব্ছি। ঐ পূবের কোঠায় বুঝ্লে?

মান। ঘরে যদি গিন্নীবান্নি লোক থাক্ত তা হ'লে সে দেখে শুনে ব্যবস্থা কর্ত্তে পার্ত্ত। এরা একেবারে ছেলেমানুষ—সংসারের বোঝে না কিছুই, খেয়াল মত চল্ছে—

দামো। হয় জিদ্ নয় অভিমান। ও-তো বড় মজার জিনিস কিনা। একবার মাথায় ঢুক্ল তো ঢুক্লই—মৃগীর ব্যয়রামের মত মাঝে মাঝে হবেই। আমি অনেক দিন মাষ্টারণীকে লক্ষ্য করেছি—মুখ দেখ্লেই মনে হয় কোথায় যেন একখানা পোড়া ঘা আছে—

মান। তাই মলম লাগাতে যাচ্চ? কাজ কি বাবু তোমার অত হাঙ্গামে?

দামো। গিন্নী বুঝ্ছ না! স্বামীর সাম্নে স্ত্রী অমন মুখ ক'রে থাক্বে এ আমি দেখতে পারিনে কোন কালে—জান তো রাজুর মাকে কেমন ক'রে—

মান। সে তো তুমি পারই। পরের বৌয়ের কষ্ট তুমি চিরকালই দেখে আসছ, শুধু—

দামো। শুধু পরের বৌয়ের কষ্ট দেখছি বুঝি? আর ঘরের—

মানময়ীর গাল টিপিয়া ধরিলেন

মান। ছাড়! ছাড়! রাজু আস্‌ছে!

ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে রাজেনের প্রবেশ

দামো। হ্যাঁ রাজু শুন্‌ছ? আমি শহরে গিয়েছিলাম। বদনের ইস্কুলের বুড়ো মাষ্টার যখন ছুটি নিয়েছিল তখন সেখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছিল—অভিনন্দন—গান—সব হ'য়েছিল, আমার ইস্কুলে সব ডবল বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে। আটখানা মেডেলের অর্ডার দিয়ে এসেছি—যাঁরা পড়ান সব্বাইকে মেডেল দেব। কাল যে-সব মেয়েরা রান্না কর্ব্বে তাদিকে একখানা ক'রে শাড়ী, মাষ্টারণীকে লাল গরদ, দোক্তা রাখবার রূপোর কৌটো, ছেলের দুধ খাওয়ানোর সোনার ঝিনুক--এই সব উপহার দিতেহবে। সব জোগাড় ক'রে রেখেছি। এস দেখবে এস। মানময়ীর সহিত প্রস্থান

রাজেন। যথার্থ বেশ ক'রেছেন। চলুন যাচ্ছি, কিন্তু হারু যেন যথার্থ কি একটা খবর দিতে চেয়ে কোন্ দিকে গেল! প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বল্পালোকিত কক্ষ

নীহারিকা ও মানময়ী

মান। একটু দেরী হ'য়ে গেল ভাই, অনেক ক'রেও রাত বারোটার আগে হাঙ্গাম মেটাতে পার্ল্লাম না। তোমার কষ্ট হবে না তো?

নীহা। নাঃ কষ্ট কিসের! আর অল্প রাত আছে, এক ঘুমেই ফর্সা হ'য়ে যাবে। যান, আপনি আর দেরী কর্‌বেন না!

মান। সিঁড়ির নীচের হল ঘরেই বামী থাক্‌বে। দরকার হ'লে তাকে ডেকো। এখন ঘুমোও। আমি মাষ্টারকে খবর পাঠিয়ে দেব—

মানময়ীর প্রস্থান

নীহা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) রাত প্রায় বারোটা। সে ভদ্রলোক বোধ হয় বাড়ী গিয়ে ব'সে আছেন। খবর না পেলে এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে চ'লেই আসবেন হয় তো! তাঁরও আমার জন্যে শাস্তির শেষ নেই।' কিন্তু কি কর্ব্ব? উপায় তো নেই—জীবনে আমার মত অবস্থা কোনো মেয়ের হ'যেছে কিনা সন্দেহ! যাক্—রাত পোহালেই—(শয্যায় জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা) হে প্রভু, পরম পিতা, জগতের ত্রাণকর্ত্তা, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোক রাজ্যে লইয়া যাও। হে দয়াল যীশু, কাল চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার হৃদয় যে আজ কিরূপ করিতেছে তাহা তুমি সর্ব্বজ্ঞাতা—অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ, আমার হৃদয়কে উদ্ধার কর। আমেন্!

শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মানসের প্রবেশ

মানস। নাঃ এখানে থাকা আমার ভালো হ'ল না! আবার হয় তো তিনি বাড়ী গিয়ে জেগে ব'সে আছেন, এই ঝড় বাদলার রাত—একে তো অত্যন্ত নার্ভাস—তারপর ভয় পেযে চেঁচিয়ে না ওঠেন। তবে দিদিমা যদি রাজেনবাবুর মাকে পাঠিয়ে দেন তবে ভাল হয়। অভিনয় কর্ত্তে গিয়ে মহা দায়ে ঠেকেছি—এড়াতে পার্চ্ছিনে। স্বামীর অভিনয় কর্ত্তে যাওয়া দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার! আসল স্বামী না হ'লেও দায়িত্ব নিতেই হয়! বাতিটা মিট্ মিট্ করে জ্বল্‌ছে—বিছানা কোথায়? (বাতি উস্‌কাইলেন)

নীহা। কি! কে ও?

মানস। কে! আপনি?

নীহা। আপনি এ-ঘরে এসেছেন কেন?

মানস। আমি! আমি! দিদিমা বল্লেন বাড়ী গিয়ে কাজ নেই—

নীহা। তিনি বল্লেন ব'লে আপনি এই অবস্থায় আমার ঘরে এসে ঢুকলেন!

মানস। আমি সত্যিই জান্তাম না বল্ছি—

নীহা। যান, আর দেরী কর্বেন না!

মানস। (দরজা টানিয়া) শিকল দিয়ে গেছে। শুনুন—ব্যাপারটা বুঝতে পার্চ্ছেন! বেরোবার কোনও উপায় দেখছিনে! আজ চরম পরীক্ষা মিস্ গাঙ্গুলী! বেরোবার যখন পথ নেই, তখন অগত্যা মনে ভাবতে থাকুন যে আমরা দু'জন প্যাসেঞ্জার—জানাশোনা নেই—লিলুয়ায় গাড়ী চেপে বেনারস যাচ্ছি। তেমনি ভাবে আপনি বিছানায় ঐ কোণে শুয়ে থাকুন, আমি দোরের পাশে বসে থাকি।

নীহা। সে আমি ভাবতে পার্ব্ব না, আপনি যেমন করে হোক চলে যান—নইলে এক্ষুণি ফিট্ হ'য়ে পড়্ব, কিছু ভাব্তে পার্চ্ছিনে আমি, মাথার ভেতর কেমন কর্চ্ছে।

মানস। আচ্ছা দেখি—(খোলা জানালার কাছে গিয়া) নীচে একটা গাছ আছে। হাত কুড়ি নীচে। তা ঠিক পার্ব্ব—

নীহা। কি কর্বেন কি?

মানস। ঐ যে পরিষ্কার মাটি আবছায়া দেখা যাচ্ছে—বৃষ্টি হ'য়ে নরমও হ'য়েছে কিছু—

নীহা। কি দেখছেন কি ও-দিকে—

মানস। দেখ্ছি হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন মানস মুখার্জ্জী বেঁচে আছে কিনা! (জানালা দিয়া লম্ফ প্রদান)

নীহা। সর্ব্বনাশ—(আর্ত্তনাদ করিয়া জানালার নিকট ছুটিয়া গেলেন)

দরজা খুলিয়া মানময়ীর প্রবেশ ।

মান। কি ভাই ! কিঁ হ'ল ? মাষ্টার পালিয়েছে বুঝি ! এই জানালা দিয়ে তা হ'লে—কি দস্যি ছেলে বাপু ? তুমি কেঁদো না ভাই—কাল চ'লে যাও—তারপর এমন করব আমি তাকে যে তোমার পায়ে ধরে সেধে আন্‌তে হবে। কিন্তু কি হয়েছিল ? পালাল কেন ?

নীহারিকা নীরবে জানালা দিয়া নীচে চাহিয়া রহিলেন

মান। কি দেখছ ? চল, নীচে চল। কি দস্যি ছেলেরে বাপু !

নীহারিকাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রভাত—মানময়ী গার্লস্ স্কুলের আঙিনা

মেয়েরা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল

চপলা ও মানস প্রবেশ করিলেন

চপলা। তা হ'লে আমিই পড়্‌ব ?

মানস। হ্যাঁ তুমি পড়্‌বে। বেশ সুর ক'রে ভালো ক'রে পড়বে—কথা যেন জড়িয়ে না যায়।

চপলা। আপনি থাক্‌বেন না কেন ?

মানস। কাজ আছে—পোষ্টাফিস থেকে ওঁর মাইনের টাকা তুলতে হবে—তুমিই সব কোরো বুঝ্‌লে—ওঁরা ওই আস্‌ছেন বুঝি।

প্রস্থান

চপলা। ওরে হার্মোনিয়ামটা ঠিক কর—চেয়ার পেতে দে।

ছাত্রীরা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ পাতিয়া সভাস্থল সাজাইতে লাগিল—
দামোদরবাবু ও তাঁহার পশ্চাতে রাজেন প্রবেশ করিলেন

দামো। কোন কিছুর অভাব নেই তো?

রাজেন। আজ্ঞে যথার্থ কিছুর অভাব নেই!

দামো। দেখো যেন কোনও ত্রুটি না হয়। বদনের গাঁয়ের সেই চিনিবাসটা বাজারে মুড়ীর দোকান করে তাকেও নেমন্তন্ন করেছি। এসে দেখে যাক্ মাষ্টার বিদেয় কেমন ক'রে কর্ত্তে হয়! ওই ওঁরা এসে পড়্‌লেন।

চপলা। অরু, তরু, চাঁপা কে কে গান গাইবি আয়—

কয়েকটি মেয়ে আসিয়া একপাশে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল—মানময়ী নীহারিকা, রাজুর মা ও অন্যান্য প্রতিবেশিনীরা, তৎপশ্চাৎ গ্রামস্থ ভদ্রলোক ও সাধারণ দর্শকেরা প্রবেশ করিল। মানময়ী, নীহারিকা ও অন্যান্য প্রতিবেশিনীরা চেয়ারে উপবেশন করিলে দুইটী মেয়ে নীহারিকার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। তাহার পর সমস্বরে গান আরম্ভ হইল—

গান

সাথী হয়ে এসেছিলে হেথা শুভ সাধনায়,
এখনি বিদায় দিতে বড় যে বাজিছে হায়।
দু'দিন ছিলে গো পাশে, বেঁধে নিলে স্নেহ-পাশে
স্নিগ্ধ করিলে প্রাণ স্নেহ-প্রেম-করুণায়।
যত ভ্রম পরমাদ যত ত্রুটি অপরাধ
নিও না নিও না দেবি! ভুলে যেও মমতায়।

নীহা। (মৃদুস্বরে) গান কে লিখেছে চপল? বেশ গানখানা তো?

চপল। মাষ্টারমশাই লিখে দিয়েছেন।

নীহা। বুঝেছি! (স্বগত) তাঁকে দেখছিনে! শুনেছি ভালো আছেন—তবু—

দামো। এইবার তোমাদের আর কি কি আছে রাজু? চট্‌পট্ শেষ ক'রে নাও।

চপলা। এবার আবৃত্তি হবে—এস অরু।

অরু নাম্নী ছাত্রী আবৃত্তি করিতে লাগিল

তুমি তো যাইতেছ চলিয়া!
আমরা তোমাকে বিদায় দিব বল তো কি বলিয়া?
রান্না শিখালে বান্না শিখালে গান কত শিখাইলে,
চীন জাপানের দেশ সব ম্যাপে এঁকে দেখাইলে।
সাত দিনে ফার্ষ্ট বুক তুমি দিলে শেষ করি,
আমাদের কথা মনেতে রাখিও—তোমায় নমস্কার করি।

সকলের করতালি

দামো। তারপর আর কি আছে?

রাজেন। দু'টো বক্তৃতা। যথার্থ আমার একটা আছে—আগে—

অভিনন্দন পাঠ

হেড্ মিষ্ট্রেস মহোদয়, হিজ অনার প্রোপ্রাইটর ও লেডী প্রোপ্রাইটর মহাশয়, আজ আমাদের শিক্ষিতা হেড্ মিষ্ট্রেসকে ছুটি দিতে কত কষ্ট হইতেছে তাহা কেমন করিয়া জানাইব? হেড মিষ্ট্রেস মহাশয়ের কার্য্যে আমাদের ইস্কুল প্রায় এক মাসের মধ্যে ভীষণ উন্নতি করিয়াছে। তিনি ছুটি লইয়া বাপের বাড়ী যাইতেছেন। তিনি বাপের বাড়ী গিয়া যেন স্মরণ করেন যে আপনার নিজের জন যাঁহাদিগকে রাখিয়া যাইতেছেন তিনি বেশী দিন

দেরী করিলে তাঁহারা তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারেন। এই কথা বলিয়া সকাল সকাল তাঁহাকে ফিরিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি। (করতালি)

রাজেনের প্রস্থান

নীহা। ধন্যবাদ!

দামো। এবার?

চপলা। আমি পড়্ব।

পাঠ

আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি গ্রহণ করুন! দেবি, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল জানি না, আমরা ধন্য হইয়াছি। আপনার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু হয় তো পারি নাই। আমাদের অনিচ্ছাকৃত সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আর সাক্ষাৎ হইবে কিনা জানি না কিন্তু আপনার অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতার স্মৃতি চিরদিন আমাদের হৃদয়-বেদিকায় হোমাগ্নির মত রক্ষা করিব।

করতালি

নীহা। (স্বগত) কার লেখা তা' বুঝতে পার্চ্ছি—

দামোদর। এইবার তুমি কিছু বল—

নীহা। আমি কি বল্‌ব? (দাঁড়াইয়া) আপনারা ক্ষমা কর্ব্বেন আমাকে। আমার কোনো কথা আস্‌ছে না—আমি থাক্‌তে চেষ্টা করেছি—আমার দুর্ব্বলতার জন্য পারলুম না—এখন এত কষ্ট হচ্ছে যে আপনাদের ছেড়ে যাবার কথা মনে হ'তেই আমার চোখে জল আস্‌ছে—আমাকে এত ভালোবেসেছেন আপনারা, আমি, তা আগে বুঝতে পারিনি—আমাকে ক্ষমা করুন!

উপবেশন

করতালি ধ্বনি

দামো। এইবার সভা ভঙ্গ হ'ল।

পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল, ক্রমে ক্রমে দর্শকেরা প্রস্থান করিতে লাগিলেন,
নীহারিকা চোখে আঁচল দিয়া বসিয়া রহিলেন

মান। তুমি বোস ভাই, আমরা একটু মেয়েদের কাজকর্ম্ম দেখি।

প্রতিবেশিনীগণসহ প্রস্থান

চপলা। আপনি কাঁদছেন নাকি ?

নীহা। না। ভাল লাগছে না চপল। হ্যাঁ, তোমার সে গান আর লেখাটা আমাকে দাও। সুর কে শেখালে তোমাকে ?

চপলা। মাষ্টারমশাই।

নীহা। কেন ? আমার কাছে শিখতে পার্ত্তে।

চপলা। তা হ'লে গান ভাল হয়নি বুঝি ?

নীহা। তা বল্‌ছিনে—আমার কাছে বললে না কেন ?

চপলা। মাষ্টারমশাই আপনাকে আগে দেখাতে বারণ করেছিলেন। যাই আমি,—ওই রাজু দা আস্‌ছে—কত রকম কথা বলবে আবার।

চপলার প্রস্থান

রাজেনের প্রবেশ

রাজেন। নমস্কার।

নীহা। নমস্কার। আপনি বেশ বলেছেন।

রাজেন। আরও যথার্থ ভাল বলতে পার্ত্তাম কিন্তু সভার মধ্যে বলতে পার্ল্লাম না। তাই আপনাকে বলব বলে—বলব যথার্থ ?

নীহা। বলুন না।

রাজেন। দেখুন! না যথার্থ বলেই ফেলি! আপনার যথার্থ এ সময় হেডমাষ্টারকে ফেলে যাওয়া ঠিক হ'চ্ছে না!

নীহা। সে-কথা আমাকে বল্‌ছেন কেন?

রাজেন। আপনি ছাড়া যথার্থ আপনার তাঁর কে আছে? এই ধরুন যে যতই যথার্থ ভালবাসা দেখাক আপনার মত কেউ নয়! আপনি ভাল মানুষ যথার্থ হয়ে চোখে দেখতে পান না—হেডমাষ্টার এ-দিকে—

নীহা। কি বল্‌ছেন আপনি?

রাজেন। নাঃ এমন কিছু নয় যথার্থ। তবে এই কাগজখানা রইল খেয়ে দেয়ে যথার্থ দেখবেন—আপনার নিতান্ত ভালমন্দের জন্যেই—

একখানা কাগজ দিয়া প্রস্থান

নীহা। (পাঠ করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন) কিন্তু আমার কাছে কেন এ-সব? চপলাকে ভালবাসেন তিনি, আমার কি—আমার কি তাতে? কিন্তু কেন, কেন তিনি তা কর্ব্বেন? উঃ! কি ভীষণ মানুষ! অভিনয় কেবল অভিনয়! (প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া একটি ছাত্রীকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন) শোন, আমি বাড়ী যাচ্ছি, কেউ ডাক্‌লে বোলো আমার জ্বর, কিছু খাব না আমি।

প্রস্থান

হারুর প্রবেশ

হারু। মিসিবাবা তো আজ খসে পড়্‌ল! নইলে মোটা হাতে দাঁও মার্‌তে পারতাম।—যাহোক—যা হয়—সিক্রিটারিবাবুর বিশ টাকাই সই। পটলির নথ আর শাড়ী তো হবে। তারপর না হয়—

রাজেনের প্রবেশ

রাজেন। যথার্থ হারু দেখছি! তোমাকে খুঁজে খুঁজে—

হারু। আমি আজই চলে যাব সিক্রিটারিবাবু। আমার পরিবারের অসুখ!

রাজেন। সে খবর যথার্থ এনেছ?

হারু। যথার্থ টাকা এনেছেন তো?

রাজেন। খবর যথার্থ যদি সত্যি না হয়?

হারু। যথার্থ টাকা ফিরিয়ে নেবেন। আর আমি কি কেষ্টভক্ত হ'য়ে বামুনের কাছে মিছে কথা কইব?

রাজেন। তা হ'লে চল যথার্থ আমার বাড়ীতে, টাকা দিচ্ছি।

উভয়ের প্রস্থান

মানস প্রবেশ করিলেন

মানস। বেড়াল পুষলেও তার উপর মমতা হয়, আর এতো মানুষ! খেয়ালী ননীর পুতুল, একটুকুতেই গলে পড়েন! অনেক রকমে ভুগিয়েছেন আমাকে—কাল রাত্রে আর একটু হ'লেই ইটের পাঁজার উপর পড়েছিলাম আর কি! তবু তাঁর উপর রাগ কর্ত্তে পার্চ্ছিনে! অত্যন্ত ছেলেমানুষ—ভীতু—সংসারের নানা রকমের উৎপাতের মধ্যে পড়ে একেবারে সাত টুকরো হ'য়ে যাবে। যায় যাক্‌গে। মাইনেটা মিটিয়ে দি। কিন্তু যাওয়া ওঁর কিছুতে উচিত নয়। নাঃ! চলে যান—তা নৈলে আমি শুদ্ধ মারা যাব! যতই যাবার সময় এগিয়ে আস্‌ছে ততই যেতে দিতে ইচ্ছে কচ্ছে না—না এ অবস্থাটা ভাল নয়।

প্রস্থান

অত্যন্ত চঞ্চলভাবে দামোদর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন
তৎপশ্চাৎ রাজেন ও হারু

দামো। তোমার এ-কথা বিশ্বাস হয় রাজু?

রাজেন। যথার্থ বেদবাক্যের মত বিশ্বাস হয়। আমি অনেক দিন থেকেই যথার্থ দেখেছি—বাইরের লোক দেখলেই ওঁরা স্বামী-স্ত্রীর মত যথার্থ ভাব দেখান। আর ঘরের মধ্যে দু'জনে দু'জনের সঙ্গে দা-কুমড়ো!

দামো। কি জানি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হারু। হুঁ বাবু, ঠিক! মাষ্টাবণী খৃষ্টান, আর মাষ্টার হিঁদু!

দামো। ঠিক?

হারু। আমার নিজের চোখে দেখেছি বাবু—মাষ্টারণী খান পাঁউরুটি আর মাষ্টারবাবু খান লুচি।

দামো। খট্‌মট্ সিং!

খট্‌মট্ সিংহের প্রবেশ

দামো। এই লোকটাকে নিয়ে যাও! এ তার মনিবের সঙ্গে বেইমানি ক'রেছে—তার জন্যে পনেরো ঘা জুতো লাগাও। তারপর দেউড়ীতে আটকে রাখ। আমি ঘুরে আস্‌ছি তারপর ও-যা বলেছে যদি ঠিক হয় তবে ওকে দশ টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিও!

হারু। (সভয়ে) এ কি সিক্রিটিরিবাবু!

দামো। চোপ্ রও! পনেরো ঘা বুঝলে খট্‌মট্ সিং!

'জী হুজুর' বলিযা খট্‌মট্ সিং হারুকে টানিয়া লইয়া গেল

রাজেন। (স্বগত) কিন্তু যথার্থ সত্যি যদি না হয় তবে আমার—

দামো। কি ভাব্‌ছ? শোন রাজু, তুমি মোক্তারী ছেড়ে কলেজে ঢোক—গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে এস! বাইরের লোক দিয়ে ইস্কুল চলবে না।

মানময়ীর প্রবেশ

মান। হঠাৎ ডাকলে কেন আবার? মেয়েরা পেরে উঠ্‌ছে না—কচুর শাক হুনে পুড়িয়েছে!

দামো। পুকুরে ফেলে দিক্‌গে সব! শুনেছ রাজু বল্‌ছে যে মাষ্টার মাষ্টারণী স্বামী-স্ত্রী নয়। মাষ্টারণী খৃষ্টান, মাষ্টার হিঁদু!

মান। ওমা! সে কি কথা! আমার বিশ্বেস হয় না।

দামো। আমিও বিশ্বেস করিনে, কিন্তু শুনেছি যখন, তখন সন্ধান না ক'রে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারি নে তো! ওরা নাকি বাইরে স্বামী-স্ত্রীর মত ভাব দেখায়, ভিতরে একজন আর একজনের সঙ্গে খায় না। এ-খায় লুচি ও-খায় পাঁউরুটি, বল্‌ছিল তাদের চাকর! চল যাই।

মানময়ী। চল। কিন্তু আমার তো বিশ্বেস হচ্ছে না—তা কেমন ক'রে হবে? মাষ্টার যখন জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল তখন ছুঁড়ীর সে কি কান্না! সারা রাতই ফুঁপিয়েছে! সে কি ক'রে হবে! বুঝছ, বুকে ও-জিনিস না থাক্‌লে অমন করে কেউ ফোঁপায় না।

দামো। জানিনে সে সব! যাচাই করে দেখতে হবে। চল।

রাজেন। যথার্থ আমি—

দামো। তুমি তো যাবেই—চল খুব সাবধানে গিয়ে ওৎ পেতে দেখতে হবে কি করে ওরা, বুঝলে গিন্নী? দামোদর, রাজেন ও মানময়ীর প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

মানসের বাড়ীর বাহিরের ঘর

টেবিলের ধারে চেয়ারে বসিয়া নীহারিকা

নীহা। অভিনয়! কেবল আমার সঙ্গেই অভিনয়! হৃদয়-বেদীর হোমাগ্নি, সব বাজে, ঝুটো! উঃ! আমি চলে গেলে যা ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পার্ত্তেন। আমাকে এ-রকম অপমান ক'রে কি লাভ হ'ল তাঁর?

টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইতে লাগিলেন

মানসের প্রবেশ

মানস। এই কাঁদছে আবার! এই মানুষ একা একা সংসারে চলবে কি করে? দেখুন—

নীহারিকা মুখ তুলিলেন আবার টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন
মানস টেবিলের নিকট আসিয়া

আপনার গাড়ীর সময় হ'য়ে এল কিন্তু। শুন্‌ছেন ?

নীহারিকা পূর্ব্ববৎ

মানস। (নোটের তাড়া বাহির করিয়া) এই আপনার মাইনের টাকা এনেছি।

নীহারিকা নোটের তাড়া মুঠা করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন

নীহা। চাইনে! চাইনে আমি কিছু!

মানস। কি হ'ল আপনার? কি করেছি আবার!

নীহা। কিছু করেন নি! যান চলে যান! শান্তিতে থাক্‌তে দিন একটু! আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু এই বেলাটার মত আমাকে—

মানস। কি ব্যাপার! পাগলের মত কি বক্‌ছেন?

নীহা। পাগল! পাগল কর্লে কে আমাকে! বুঝিনে কিছু আমি! চোখ নেই আমার? চপলা এসে ঘর গুছিয়ে যায়, চুরি ক'রে গান শেখে! আর আমার সঙ্গে অভিনয়—অভিনয় (কাঁদিতে লাগিলেন)

মানস। সব মিছে কথা।

নীহা। মিছে! দেখছিনে আমি ছ' দিন থেকে এড়িয়ে চলছেন আমাকে, কণ্টক বিদেয় কর্ব্বার জন্য তাড়াতাড়ি সব আয়োজন হচ্ছে—

মানস। আপনিই তো যেতে চেয়েছেন মিস্ গাঙ্গুলী!

নীহা। যেতে না দিলে যেতে পারি আমি! কেন যাব—কেন—

পুনরায় ক্রন্দন

মানস। ও-রকম করে কাঁদ্‌বেন না, বড় লাগ্‌ছে আমার! আপনি চলে যাচ্ছেন সে আমার পক্ষে কত মর্ম্মান্তিক—

নীহা। আমি যাব না। কেন যাব? আমি যেতে পার্ব্ব না, পার্ব্ব না।

ক্রন্দন

মানস। (নীহারিকার মাথায় হাত দিয়া)—এ-রকম কর্লে আমি শুদ্ধ কেঁদে ফেলব যে?

মুহূর্ত্তের মধ্যে নীহারিকা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বিস্মিত মানসের বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া কেবলই কহিতে লাগিলেন—

—আমি যেতে পার্ব্ব না—যেতে পার্ব্ব না!

মানস এক হাত দিয়া নীহারিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিলেন—

আমিও যেতে দেব না!—যেতে দেব না!

কেবলই নীহারিকার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন দ্বারপ্রান্তে দামোদর, মানময়ী ও রাজেন উপস্থিত হইলেন

মানস। ছাড়, ছাড়। এই কর্ত্তা-গিন্নী আস্‌ছেন—

নীহা। আসুন। কি হ'ল তাতে?

দামোদর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন

বাঁচালে নাৎ-বৌ, বাঁচালে! কিন্তু দেখছি তুমিই ইস্কুলটা ডোবালে রাজু, একেবারে ডোবালে।

মান। (নীহারিকার চিবুকে হাত দিয়া) কি দিদিমণি গাড়ী ক'টায়?

নীহা। গাড়ী মিস্‌ ক'রে ফেলেছি দিদিমা। (প্রণাম)

রাজেন্দ্র। যথার্থ বাঁচিয়েছেন আমাকে! উঃ!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন

যবনিকা পতন

প্রকাশক ও মুদ্রাকর:—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা